উপযুক্ত সেই যে বিক্রমাদিত্যের তুল্য উদার হয়। ভোজরাজ কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কীদৃক্। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজ্যাবলোকন. কারণ যোগপাদুকারোহণ করিয়া নানা দেশে ভ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে দেখিলেন নদীতীরে দেবালয়-সমীপে পণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা শাস্ত্র-বিচার করিতেছেন। বিক্রমাদিত্য শাস্ত্রবিচার শ্রবণের নিমিত্ত তাহারদের নিকটে গেলেন সে স্থানে গিয়া শুনিলেন পণ্ডিতেরা প্রৌঢ়বাদে আপন পক্ষ স্থাপন কারণ শাস্ত্রযুক্তি-অনুভব-বিরুদ্ধ কুবিচার করিতেছেন। ইহা শুনিয়া রাজা কহিলেন হে পণ্ডিতেরা শুন শাস্ত্রের যথার্থ নিরূপণ পণ্ডিতের কর্ম্ম যথার্থাপলাপ করিয়া স্বপক্ষ স্থাপন করা পাণ্ডিত্য নয় যে পণ্ডিত হইয়া স্বপক্ষ স্থাপননিমিত্ত দুরাগ্রহ করিয়া শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ লোপ করে সে আপনি নষ্ট হয় এবং আত্মশিষ্যবর্গকেও নষ্ট করে। পণ্ডিতেরা রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আপন আপন মনে বুঝিলেন শাস্ত্রের যথার্থ অযথার্থ পণ্ডিত বুঝিতে পারেন আমরা যে শাস্ত্রের অযথার্থ কহিয়াছি তাহা ইনি বুঝিয়াছেন অতএব বুঝি ইনি উত্তম পণ্ডিত হইবেন। এইরূপ বাক্য পরস্পর কহিয়া সকলে লজ্জিত হইয়া বিচার হইতে নিবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে ঐ নদীর তীরে এক উত্তম রূপবান্ পুরুষ আসিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়া তথাতে যে যে লোক ছিলেন সকলকে কহিলেন তোমরা শীঘ্র আইস দেখ আমার

কি হইল। এ বাক্য শুনিয়া তথা যে সকলে ছিলেন তাঁহারা কেহ নিকটে গেলেন না। ইহা দেখিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য করুণাবিষ্টচিত্ত হইয়া তাহার নিকটে গিয়া নিতান্ত আত্মীয় লোকের প্রায় ব্যবহার করিলেন ইহাতে ঐ পুরুষ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে কহিলেন হে সাত্বিক তুমি আমার পরমবন্ধু বন্ধু সেই যে বিপত্তিকালে উপকার করে অতএব আমার স্থানে এক দিব্য দ্রব্য মূলিকা নামে আছে ইহা তোমাকে দি তুমি গ্রহণ কর এ দ্রব্যকে যখন যাহা মাগিবা তৎক্ষণে তাহা পাইবা ইহা রাজাকে কহিয়া ঐ মূলিকা রাজাকে দিয়া সে পুরুষ প্রাণত্যাগ করিলেন। অনন্তর এক দরিদ্র ভিক্ষুক রাজার নিকটে আসিয়া ভিক্ষা করিল হে মহারাজ তুমি বড় দাতা আমার দরিদ্রতা যাহাতে না থাকে এমত ভিক্ষা দেহ। ভিক্ষুকের প্রার্থনামাত্রে রাজা ঐ মূলিকা ভিক্ষুককে দিয়া যোগপাদুকারোহণ করিয়া স্বনগরী গমন করিলেন। এই কথা দ্বাদশী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিয়া পুনরায় কহিলেন হে ভোজরাজ তুমি যদি এরূপ দয়ালু ও দাতা হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। ইহা শুনিয়া ভোজরাজ ক্ষান্ত হইলেন॥

ইতি দ্বাদশী কথা॥

ত্রয়োদশী পুত্তলিকার কথা।

পুনর্ব্বার অপর দিবস ভোজরাজ অভিষেক কারণ সিংহাসনসমীপে উপস্থিত হইলেন। ইত্যবসরে ত্রয়োদশী পুত্তলিকা হাস্য করিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে সেই বসিবার যোগ্য যাহার রাজা বিক্রমাদিত্যের তুল্য মহত্ত্ব হয়। ভোজরাজ এই কথা শুনিয়া কহিলেন হে পুত্তলিকা রাজা বিক্রমাদিত্যের কিরূপ মহত্ত্ব। পুত্তলিকা কহিলেন রাজা বিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য সাবধানপূর্ব্বক শুন। এক দিবস রাজা কৌতুকপ্রযুক্ত যোগপাদুকারোহণ করিয়া নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া এক নগরের নিকটে বনে উপস্থিত হইলেন ঐ বনে এক প্রাসাদের মধ্যে এক সিদ্ধ পুরুষ আছেন রাজা বিক্রমাদিত্য সিদ্ধপুরুষকে দেখিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রণাম করিলেন। সিদ্ধপুরুষ কহিলেন হে রাজা বিক্রমাদিত্য কি নিমিত্তে আইলা। রাজা কহিলেন হে যোগি আমি বিক্রমাদিত্য আপনি কিরূপে জানিলেন। সিদ্ধপুরুষ কহিলেন পূর্ব্বে তোমাকে আমি অবন্তীনগরে রাজসিংহাসনে দেখিয়াছি তুমি রাজ্য ত্যাগ করিয়া দেশান্তর-ভ্রমণ করিতেছ এ ভাল নহে স্বদেশে থাকিয়া সর্ব্বদা রাজ্যচিন্তা করিলে রাজলক্ষ্মী থাকেন অতএব অন্য দেশ ভ্রমণ রাজার উচিত নহে রাজা বিদেশস্থ হইলে শত্রু-

পক্ষেরা রাজ্য লইয়া ভোগ করিতে চেষ্টা পায়॥ ইহা শুনিয়া বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে যোগি যে বিষয় অবশ্য হয় তাহার প্রতীকার নাই যদি তাহার প্রতীকার থাকিত তবে নল রাজা প্রভৃতি দুঃখ পাইতেন না অতএব সমস্ত অদৃষ্টায়ত্ত ইহাতে আমার কি চিন্তা অপর পূর্ব্ববৃত্তান্ত এক নিবেদন করি। পদ্মিনীষৎ নামে এক পুরী থাকে তাহার রাজার নাম জয়-শেখর। কিছু দিনের পর ঐ রাজার পাত্র মন্ত্রী জ্ঞাতি বন্ধুবর্গ ঐক্য হইয়া দেশহইতে রাজাকে পট্টরাজ্ঞীর সহিত দূর করিয়া দিলেন। রাজা পট্টরাজ্ঞীর সহিত পাদচারে নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া এক নগরের মধ্যে বৃক্ষতলে রাত্রিকালে শয়ন করিয়া থাকিলেন। ঐ বৃক্ষেতে পঞ্চ জন যক্ষ থাকেন তাঁহারা পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন। এক যক্ষ কহি-লেন এই নগরের রাজা কল্য প্রাতঃকালে প্রাণত্যাগ করিবেন ইনি অপুত্রক এ নগরের রাজা কে হইবে। আর এক যক্ষ উত্তর করিলেন যে এই বৃক্ষের তলে যিনি শয়ন করিয়া আছেন তিনি রাজা হইবেন। রাজা বৃক্ষের তলে থাকিয়া এ সকল কথা শুনিলেন প্রাতঃকালে রাজা স্ত্রীসমভ্যাহারে নগরের মধ্যে বাসস্থান করিয়া থাকিলেন। সেই নগরের রাজা ঐ দিবসে প্রাণত্যাগ করিলেন। মন্ত্রিবর্গেরা রাজ্য প্রতিপালন কারণ প্রধান হস্তিকে লইয়া রাজার উপযুক্ত পুরুষ অন্বেষণ করিতে-ছেন। ইত্যবসরে প্রধান হস্তী জয়শেখর রাজাকে আপন উপরে আরোহণ করাইয়া রাজসিংহাসনের নিকট আনিলেন

তৎপর মন্ত্রিবর্গেরা অভিষেক করিলেন। রাজা জয়শেখর সস্ত্রীক অভিষিক্ত হইয়া নিষ্কণ্টকে রাজ্য করেন। কিছুদিন পরে সীমান্ত রাজা সকল ঐক্য হইয়া জয়শেখর রাজার নগর রোধ করিল। তৎকালে রাজা রাজ্ঞীর সহিত অক্ষক্রীড়া করেন রাজ্য চিন্তা করেন না। অনন্তর রাজ্ঞী কহিলেন হে মহারাজ বুঝি শত্রু-রাজগণের চক্রে তোমার এ দেশ না থাকিবে অত-এব আপনকার হিতৈষিণী হইয়া স্মরণার্থে আমি কহি যে রাজা ব্যসনাসক্ত হন তাঁহার ধন বুদ্ধি সামর্থ্য সহায় থাকিতেও রাজ্য নষ্ট হয়। তাহার ব্যসন অষ্টাদশ প্রকার হয় তাহার মধ্যে কামপ্রযুক্ত দশপ্রকার ব্যসন হয় ক্রোধপ্রযুক্ত অষ্টপ্রকার ব্যসন হয় এই সমুদায় অষ্টাদশপ্রকার ব্যসন হয় অতএব রাজার কাম ক্রোধ সর্ব্বদা ত্যাজ্য। কামজ দশপ্রকারের এই বিবরণ—মৃগয়াতে আসক্তি প্রথম দ্যূতক্রীড়াশক্তি দ্বিতীয় দিবানিদ্রা তৃতীয় সর্ব্বদা পরাপবাদ করণ চতুর্থ স্ত্রৈণতা পঞ্চম অহঙ্কার ষষ্ঠ নৃত্যদর্শনাসক্তি সপ্তম গীতশ্রবণাশক্তি অষ্টম বাদ্যশ্রবণাশক্তি নবম নিরর্থক ইতস্ততো ভ্রমণ দশম এই দশপ্রকার। কামজ ব্যসনগণেতে সর্ব্বদা আসক্ত যে রাজা হন তাঁহার অর্থ ও ধর্ম্ম উভয় নষ্ট হয়। ক্রোধজ অষ্ট প্রকার ব্যসনগণের এই বিবরণ—খলতা প্রথম সাধু লোকের নিরপ-রাধে নিগ্রহ করণ দ্বিতীয় নিরপরাধি-লোকের হননেচ্ছা তৃতীয় পর-প্রশংসার অসহিষ্ণুতা চতুর্থ উত্তম লোকের গুণের দোষরূপে জ্ঞান পঞ্চম ছলক্রমে পর-ধনের গ্রহণ ও অবশ্য

দেয় দ্রব্যের অদান ষষ্ঠ পরের ভর্ৎসন সপ্তম প্রহারাদি দ্বারা লোকের অত্যন্ত তাড়ন অষ্টম। এইরূপ ক্রোধজ অষ্টবিধ ব্যসনগণেতে আসক্ত যে রাজা হন তিনি আপনি নষ্ট হন এবং তাঁহার রাজ্য ও ধর্ম্ম উভয় নষ্ট হয়। আপনি মহারাজ এবং মহাকুলোৎপন্ন হইয়া স্ত্রীর সহিত পাশক্রীড়াতে অত্যন্তা-বিষ্টচিত্ত হইয়া রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগ করিলা অতএব বুঝি অতি শীঘ্র আমরা সকলেই বিপদ্‌গ্রস্ত হইব। রাজ্ঞী রাজাকে এইরূপ নিবেদন করিয়া অতিশয় দুঃখিতা হইয়া বসিলেন। তদনন্তর রাজা রাণীকে কহিলেন হে প্রেয়সি ভয় পরিত্যাগ কর আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া তোমার সহিত যে বটবৃক্ষের তলে শয়ন করিয়াছিলাম সে বটবৃক্ষ আছেন এবং সে বটবৃক্ষের উপরে যে পঞ্চ জন যক্ষ ছিলেন যাহারদের প্রসাদে এ রাজ্য পাইয়াছি সে পঞ্চ যক্ষও আছেন অতএব হে প্রিয়ে চিন্তা কি যে ভবিতব্য তাহাই হইবে আইস পাশক্রীড়া করি। রাজা ইহা কহিয়া রাণীর সহিত পুনর্ব্বার পাশক্রীড়াতে প্রবৃত্ত হইলেন। তদনন্তর সেই পঞ্চ যক্ষ রাজার বিপত্তিকাল উপস্থিত জানিয়া পরস্পর পরামর্শ করিলেন আমরা এ রাজাকে রাজ্য দিয়াছি কিন্তু এ রাজা অত্যন্ত কাপুরুষ ইহার কোন ক্ষমতা নাই কিন্তু সম্প্রতি শত্রুগ্রস্ত হইয়াছে আমরা যদি এ সময়ে রাজার সাহায্য কিছু না করি তবে রাজা নষ্ট হয় এ আমাদের বড় লজ্জার বিষয় মহতের এই ধর্ম্ম স্ববর্দ্ধিত লোকের কোন প্রকারে হ্রাস না হয় তাহা করা অতএব আমারদিগকে যুদ্ধ

করিয়া রাজার শক্ররদিগকে নষ্ট করিতে হইল। এইরূপ বিচার করিয়া পঞ্চ যক্ষ রণ করিয়া রাজার বিপক্ষবর্গকে নষ্ট করিলেন। তদনন্তর রাজ্ঞী বৈরিবর্গের বিনাশ দেখিয়া অতি আশ্চর্য্য বুঝিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ এ কি আশ্চর্য্য এ প্রবল শক্রগণ অনায়াসে কিরূপে নষ্ট হইল। রাজ্ঞীর এই বাক্য পঞ্চ যক্ষ শুনিতে পাইয়া রাজ্ঞীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন হে কল্যাণি যেরূপ তোমার রাজার শক্রবর্গেরা নষ্ট হইল তাহার কারণ শুন আমরা পূর্ব্বে পঞ্চ মৎস্য ছিলাম যে পুষ্করিণীতে আমারদের বাস ছিল দৈবাৎ এক বৎসর অতিশয় নিদাঘপ্রতাপে সে পুষ্করিণীর সমস্ত জল শুষ্ক হইল এই রাজা পূর্ব্বকালে কুম্ভকার ছিলেন সে পুষ্করিণীতে মৃত্তিকা খনন করিতে যাইতেন আমারদিগকে অত্যন্ত ব্যাকুল দেখিয়া ঐ পুষ্করিণীতে এক গর্ত্ত করিয়া সেই গর্ত্ত জলেতে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই প্রযুক্ত প্রাণ পাইয়াছিলাম। কিছু কালের পর সেই পঞ্চ মৎস্য আমরা পঞ্চ যক্ষ হইয়াছি সেই কুম্ভকার এই রাজা জয়শেখর ইনি পূর্ব্বজন্মে আমারদের উপকার করিয়াছিলেন এই প্রযুক্ত সেই উপকার স্মরণ করিয়া ইহাকে এ দেশের রাজা করিলাম তোমার সহিত নিষ্কণ্টকে রাজ্য ভোগ করুন ইহা কহিয়া পঞ্চ যক্ষ আপন স্থানে গেলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে যোগি যে বিষয় অবশ্য ভবিতব্য তাহার অন্যথা কদাচ হয় না পুরুষের চেষ্টাতে কি হয়। ইহা শুনিয়া যোগী কহিলেন হে মহারাজ তুমি যে

কহিলা এ নীতিশাস্ত্র-বিরুদ্ধ নীতিশাস্ত্রের মত যে পুরুষ উদ্‌যোগ সর্ব্বদা করে সেই উত্তম পুরুষ আর ভবিতব্য হয় যে ভবিতব্য নয় সে নানা যত্নেও হয় না এ কাপুরুষের কথা অতএব কোনকর্ম্ম পুরুষার্থব্যতিরেকে হয় না। সে যে হউক অনুদ্‌যোগী পুরুষ যে হয় সে কাপুরুষ অতএব সর্ব্বদা বিষয়-কর্ম্মের উদ্‌যোগ করিবে। পরন্তু বুঝিলাম তুমি জ্ঞানী বট অতএব তোমাকে সন্তুষ্ট হইয়া এই অমূল্য রত্ন চিন্তামণি দিলাম। রাজা চিন্তামণি পাইয়া আনন্দিত হইয়া সিদ্ধ-পুরুষকে স্তুতি প্রণতি করিয়া আপন নগরে চলিলেন। পথের মধ্যে এক দরিদ্র পুরুষ আসিয়া রাজার স্থানে ধন যাচ্‌ঞা করিলেন। রাজা ঐ চিন্তামণি রত্ন দরিদ্র পুরুষকে দিয়া যোগপাদুকরোহণ করিয়া স্বস্থানে আইলেন। পুত্ত-লিকা কহিলেন হে ভোজরাজ রাজা বিক্রমাদিত্যের এতাদৃশ মহত্ত্ব তোমাতে যদ্যপি এতাদৃশ মহত্ত্ব থাকে তবে এই সিংহা-সনে বসিয়া অভিষিক্ত হও। ভোজরাজ শুনিয়া তদ্দিবসে নিরস্ত হইলেন॥

ইতি ত্রয়োদশী কথা॥

চতুর্দ্দশী পুত্তলিকার কথা।

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসনের নিকটে শ্রীভোজরাজ উপস্থিত হইলেন। চতুর্দ্দশী পুত্তলিকা ভোজরাজকে কহিলেন হে ভোজরাজ শুন। শ্রীবিক্রমাদিত্য অবন্তীনগরে সাম্রাজ্য করেন তাহার এক মিত্র স্থমিত্র নামে ছিলেন তিনি আপন বাটী হইতে তীর্থ যাত্রা করিয়া নানা তীর্থ ভ্রমণ করিতে করিতে শক্রাবতার নামে এক তীর্থেতে উপস্থিত হইলেন। সে তীর্থে যুগাদিদেব নামে এক দেবতা ছিলেন তাহার পূজা ও স্তব করিয়া নগরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সেই নগরে এক দেবালয়নিকটে জ্বলদগ্নিতে অত্যন্ত সন্তপ্ত তৈলপূরিত কটাহ এক দেখিয়া তত্রস্থ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন লোকেরা কহিল মদনসঞ্জীবনী নামে এক দিব্যাঙ্গনা এই দেশের রাজ্ঞী তাহার এই পণ এই তৈলকটাহেতে প্রবিষ্ট হইলেও যে পুরুষ না মরিবে সেই পুরুষ আমার স্বামী হইবে। স্থমিত্র লোকেরদের প্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মদনসঞ্জীবনী রাজ্ঞীকে দেখিয়া তাহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব রূপ-লাবণ্য দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়া অবন্তীনগরে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা স্থমিত্রের বাক্য শুনিয়া কেবল কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তৈলকটাহের নিকটে গিয়া তৈলমধ্যে ঝম্প

দিলেন। মদনসঞ্জীবনী ইহা শুনিয়া তথাতে আসিয়া তাহা প্রত্যক্ষ দেখিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের দগ্ধশরীরে অমৃতাভিষেক দ্বারা পূর্ব্ববৎ নিব্রণ নিব্যথ শরীর করিল। দিব্যাঙ্গনা শ্রীবিক্রমাদিত্যকে কহিলেন হে মহারাজ রাজার সাহস বড় গুণ তপ্তৈতলকটাহে প্রবিষ্ট হওয়া হইতে অধিক বা কি সাহস আছে আমি রাজার পুরুষার্থ জ্ঞান কারণ এপণ করিয়াছিলাম বুঝিলাম তোমার বড় পুরুষার্থ অতএব তোমার প্রতি তুষ্টা হইলাম আমার সহিত এ রত্নাবতী দেশের স্বামী হও। এরূপ নানা প্রকার প্রিয়বাক্যেতে রাজার তাদৃক্ আগ্রহ না বুঝিয়া পুনর্ব্বার রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ এ সংসারের মধ্যে তুমি ধন্য যে হেতুক আমার মত স্থন্দরী স্ত্রীতে এবং এতাদৃশ রাজসম্পত্তিতেও তোমার অন্তঃকরণে লোভ জন্মাইতে পারিল না। তদন্তরে আজ্ঞা স্থমিত্রের ইঙ্গিত বুঝিয়া স্থমিত্র নামে আত্মমিত্রকে সে দেশের রাজা করিয়া এবং মদনসঞ্জীবনীকে তাহাকে দিয়া আপন রাজধানীতে আইলেন। চতুর্দ্দশী পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে এ কথা কহিয়া কহিলেন তোমার যদি এতাদৃশ ঔদার্য্য থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার ভাজন হও। ভোজরাজ এ বাক্য শুনিয়া তদ্দিবসে ক্ষান্ত হইলেন॥

ইতি চতুর্দ্দশী কথা॥

পঞ্চদশী পুত্তলিকার কথা।

পুনর্ব্বার একদিবস অভিষেকার্থ সিংহাসনসমীপে স্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া পঞ্চদশী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজ-রাজ শুন।এ সিংহাসনে বসিবার যে উপযুক্ত তাহার বৃত্তান্ত শুন। রাজা কহিলেন কহ সে বৃত্তান্ত কিরূপ। পুত্তলিকা কহিলেন। এক সময়ে শ্রীবিক্রমাদিত্য হস্তী অশ্ব রথ পদাতিক রূপ চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে সর্ব্বদিগ্বিজয় করিয়া এবং রাজসমূহকে স্ববশীভূত করিয়া ধীসচিব কর্ম্মসচিব সভাস্থ পণ্ডিত প্রভৃতির সহিত সভামধ্যে বসিয়াছেন ইত্যবসরে ক্রীড়াবনাধ্যক্ষেরা রাজসাক্ষাৎকারে আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয়পূর্ব্বক দিবেদন করিল হে মহারাজ সকল ঋতুর রাজা বসন্ত আপনকার বিলাসবিপিনসমূহে প্রবেশ করিলেন বনরাজি নবীন পল্লব ফল পুষ্প স্তবকমঞ্জরী ভারেতে পরম শোভাবিশিষ্ট হইয়াছে সকল সরোবরে সরসীরুহ প্রকাশ হইয়াছে ভ্রমরমালা মধুপানে মত্তা হইয়া মনোহর শব্দ করি-তেছে কোকিল-মিথুন মধুর-রব করিতেছে। উদ্যানপালের-দের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা সপরিবারে ক্রীড়া-বন-গমন করিলেন নানাস্থানে নানাবিধ সুখানুভব করিয়া বন মধ্য-বর্ত্তি বিচিত্রমণ্ডপমধ্যস্থিত মণিমণ্ডিত কনকময় সিংহাসনে উপ-বিষ্ট হইয়া পণ্ডিতেরদের সহিত শাস্ত্রপ্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন

ইত্যবসরে রাজার ধর্ম্মাধিকারি-পণ্ডিত জ্ঞানশাস্ত্রের এক প্রসঙ্গ করিলেন হে মহারাজ শুন রাজলক্ষ্মী কখন কাহাতেও স্থির হইয়া থাকেন না রক্ত মাংস মল মূত্র নানাবিধ ব্যাধিময় এ শরীরও স্থির নয় এবং পুত্র মিত্র কলত্র প্রভৃতি কেহ নিত্য নয় অতএব এ সকলে আত্যন্তিকী প্রীতি করা জ্ঞানি জনের উপযুক্ত নয় প্রীতি যেমন সুখদায়িকা বিচ্ছেদ ততোধিক দুঃখ-দায়িকা হন অতএব নিত্য বস্তুতে মনোভিনিবেশ জ্ঞানির কর্ত্তব্য নিত্য বস্তু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরম পুরুষ ব্যতিরেকে কেহ নয় তাঁহাতে মন সুস্থির হইলে জীব অসার সংসার-কারাগার হইতে মুক্ত হয়। রাজা ধর্ম্মাধিকারির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল আত্মমনে বিবেচনা করিয়া কহি-লেন হে ধর্ম্মাধিকারি তুমি যাহা কহিলা যুক্ত বটে বহুতর ছিদ্রবিশিষ্ট শরীরেতে প্রাণবায়ুর স্থিতি জীবের জীবন তাদৃশ প্রাণবায়ুর শরীর হইতে নির্গম জীবের মরণ। অতএব জীবের বড় আশ্চর্য্য মরণ সহজ সাংসারিক যাবদ্বিষয় যাবৎ জীবন তাবৎ পর্য্যন্ত মরণোত্তর কাহারও সহিত সম্বন্ধ থাকে না ইহা প্রত্যক্ষ সকল জানিয়াও বিষয়েতে মত্ত থাকে ইহার পর অজ্ঞান বল কি এঅজ্ঞান নষ্ট না হইলেও পরম পুরুষেতে স্থিরতরানুরাগ হয় না অজ্ঞাননাশ যৎসঙ্গ করণে হয় সেই পরম সাধু অতএব তুমি পরম সাধু বট। বিক্রমাদিত্য এই-রূপ নানা প্রকার জ্ঞান-কথা কহিয়া ধর্ম্মাধিকারিকে পরিতো-ষার্থ অষ্ট লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিলেন। শ্রীভোজরাজ পঞ্চদশী

পুত্তলিকার প্রমুখাৎ এই উপাখ্যান শুনিয়া সে দিবস উপরত হইলেন।

ইতি পঞ্চদশী কথা ॥

ষোড়শী পুত্তলিকার কথা ॥

অনন্তর এক দিবস সিংহাসনের নিকটস্থ ভোজরাজকে ষোড়শী পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ যে গুণেতে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত হয় বিক্রমাদিত্যের সেই গুণের উপাখ্যান কহি শুন। চন্দ্রশেখর নামে এক রাজা ছিলেন তিনি এক দিবস সভা করিয়া বসিয়াছেন ইতোমধ্যে এক বিদেশীয় এক ভট্ট সাক্ষাৎ গিয়া তাহার নানা প্রকার যশোবর্ণন করিয়া কহিল সকল গুণেতে গুণী এমত লোকের আশ্রয় এবং আপনি সকল গুণের আশ্রয় এবং সকল গুণ বোদ্ধা পুরুষ অত্যন্ত বিরল। রাজা চন্দ্রশেখর ভট্টের এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে ভট্ট তুমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছ এতাদৃশ লোক কোথাও দেখিয়াছ কি না। ভট্ট কহিলেন হে মহারাজ তাবৎ গুণযুক্ত কেবল রাজা বিক্রমাদিত্য আছেন। রাজা চন্দ্রশেখর ভট্টের প্রমুখাৎ বিক্রমাদিত্যের চরিত্র শুনিয়া তত্তুল্য হইবার স্পর্দ্ধা করিয়া দেবতা আরাধনা

করিলেন। আরাধনাতে দেবতা সন্তুষ্ট হইয়া রাজা চন্দ্রশেখরকে অক্ষয়সম্পত্তি দিয়া কহিলেন হে রাজন্ তুমি প্রত্যহ অগ্নিকুণ্ডে শরীর আহুতি দিবা সে শরীর দগ্ধ হইয়া পুনর্ব্বার উত্তম শরীর হইবে। ইহা কহিয়া দেবতা অপ্রকাশ হইলেন। রাজা সেইরূপে প্রতিদিন শরীর-হোম করেন অনন্তর দিব্য শরীর হয় এবং অক্ষয় সম্পত্তি পাইয়া নানা পুণ্য সঞ্চয় করেন। চন্দ্রশেখর রাজার এই সকল বৃত্তান্ত রাজা বিক্রমাদিত্যের নিকটে ভট্ট কহিলেন তাহা শুনিয়া রাজা মনে বিবেচনা করিলেন যে ব্যক্তি আত্মসমীপস্থ লোকেরদিগকে নিজ তুল্য করেন সেই বড় কেবল আপনি বড় হইলে বড় নহে যেমন মলয়াচল আত্মসমীপস্থ বৃক্ষেরদিগকে স্বসদৃশ সুবাসিত করেন এই প্রযুক্ত মলয়াচল উত্তম সুমেরুপর্ব্বত আপনি রত্নময় কিন্তু নিকটস্থ পর্ব্বতেরদিগকে রত্নময় করেন না অতএব রত্নময় তাঁহার নিরর্থক এই দৃষ্টান্তে স্বাশ্রিত লোক যাহাতে সুখী থাকে এ উত্তম লোকের কর্ত্তব্য। রাজা চন্দ্রশেখর সর্ব্বতোভাবে সুখী বটেন কিন্তু তাহার প্রত্যহ তপ্ততৈল-প্রবেশ বড় এক দুঃখ এ দুঃখ তাহার যাহাতে খণ্ডন হয় এ আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপ মনে বিচার করিয়া রাজা চন্দ্রশেখরে রাজধানীতে রাজা বিক্রমাদিত্য আপনি গিয়া অগ্নিকুণ্ডে প্রবিষ্ট হবামাত্রে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন হে সাত্বিক-শিরোমণি তুমি অগ্নিকুণ্ডে নিষ্প্রয়োজন কেন প্রবেশ করিলা রাজা চন্দ্রশেখর তোমার তুল্য হবে এই বিষম দুরাগ্রহ

করিয়াছিল এই প্রযুক্ত নিত্য শরীরদাহের দুঃখ পায়। আমার আরাধনা অনেক করিয়াছে এই হেতুক অক্ষয় সম্পত্তি পাইয়াছে তুমি এ সাহস নিরর্থক কেন করিলা সে যে হউক সম্প্রতি বর প্রার্থনা কর। বিক্রমাদিত্য কহিলেন হে দেবি যদি আমাকে প্রসন্না হইলেন তবে রাজা চন্দ্রশেখরের প্রত্যহ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশে শরীরদাহের দুঃখ না হয় এই বর দেও। দেবী কহিলেন হে রাজন্ তুমি অতি দাতা দয়ালু ভক্ত এপ্রযুক্ত সন্তুষ্ট হইয়া তোমার অভিলষিত বর রাজা চন্দ্রশেখরকে দিলাম। ইহা কহিয়া দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য চন্দ্রশেখরের মহাদুঃখ খণ্ডন করিয়া যোগপাদুকারোহণ করিয়া স্বস্থানে আইলেন। পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ শুন রাজা বিক্রমাদিত্য আপনি অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া পরের দুঃখ মোচন করিয়াছেন এমত কে করিতে পারে এতাদৃশ মহত্ত্ব যদি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। পুত্তলিকার এই বাক্য শুনিয়া ভোজরাজ অধোমুখ হইলেন।

ইতি ষোড়শী কথা॥

সপ্তদশী পুত্তলিকার কথা ॥

অন্য একদিবস অভিষেকার্থ সিংহাসনসমীপস্থ ভোজরাজকে সপ্তদশী পুত্তলিকা কহিলেন হে রাজন্ শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য কিরূপ ছিল তাহা শুন। অবন্তীনগরেতে শ্রীবিক্রমাদিত্য যে কালে সাম্রাজ্য করেন সে কালে রাজার ধর্ম্মবলে প্রায় সকল লোক পুণ্যেতে রত স্ত্রীজনেরা এক পুরুষ ব্যতিরেকে অন্যকে জানে না সকল ভূমিতে সকল শস্য হয় পাপেতে বিরাগ ধর্ম্মেতে অনুরাগ শাস্ত্রার্থে দৃঢ় প্রত্যয় অতিথি-সেবা পিতৃমাতৃরাজপ্রভৃতির আজ্ঞানুবর্ত্তন আধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলন ইত্যাদি পরম-ধর্ম্মেতে সর্ব্বদেশ পরম শোভিত ছিল শ্রীবিক্রমাদিত্য দণ্ডনীতি রাজনীতি শস্ত্রানুসারে প্রজাপালন দুষ্টনিগ্রহ করিয়া পরম সুখে রাজ্য ভোগ করেন। ইত্যবসরে এক দিবস উদ্যানপাল রাজার সাক্ষাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিল হে মহারাজ কালান্তক যমতুল্য ভয়ঙ্কর পর্ব্বত-সদৃশশরীর এক শূকর আসিয়া ক্রীড়া-বিপিনে প্রবিষ্ট হইয়াছে তদ্ভয়ে আমরা আরাম-বন ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসিয়াছি শীঘ্র শূকর নিবারণ যেরূপে হয় তাহাতে অবধান করুন। উদ্যানপালের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মৃগয়ানুমোদে শূকর-নিবারণার্থ বারণারোহণ করিয়া আপনি একাকী প্রস্থান করিলেন। তদ্বনে শ্রীবিক্রমাদিত্য প্রবিষ্ট হবামাত্রে শূকর অত্যন্ত

ভীত হইয়া পলায়ন করিল রাজা তৎপশ্চাৎ গমন করিলেন। এইরূপে সে শূকর অনেক বন অতিক্রম করিয়া এক গহন কাননে প্রবিষ্ট হইল রাজাও তন্নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন শূকর কোনহ প্রকারে আত্মত্রাণের উপায় না পাইয়া সেই বনেতে উচ্চতর এক গিরির গুহাপিধান কপাট রুদ্ধ হইয়াছিল সেই গুহার কপাট দন্তে বিদীর্ণ করিয়া গুহারমধ্যে শূকর প্রবিষ্ট হইল রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য হস্তী হইতে নামিয়া খড়্গ চর্ম্ম ধারণ করিয়া অত্যন্ত সাহসে একাকী গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে গুহা অতি বিস্তীর্ণা এক দেশের প্রায় রাজা অনেক প্রকার অন্বেষণ করিয়া কোথাও শূকরের তত্ত্ব না পাইয়া গুহার মধ্যে ভ্রমণ করিতেছেন ইতিমধ্যে অপূর্ব্বা এক নগরী তথাতে দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। সে পুরীর মধ্যে গিয়া নারায়ণ যেরূপ বলির দ্বারী হইয়াছিলেন সেইরূপের প্রতিমা তথাতে দেখিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য নানাপ্রকার স্তব ও প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া প্রতিমার সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াইলেন। রাজার ভক্তিশ্রদ্ধাতে নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে রস-রসায়ন নামে দিব্য দ্রব্যদ্বয় দিয়া তাহার গুণ কহিলেন হে মহারাজ এই যে রস নামে বস্তু ইহা হইতে সাংসারিক ভোগের উপযুক্ত যখন যাহা চিন্তা করিবা তাহাই পাইবা এই যে রসায়ন নামে পরম পদার্থ ইহা হইতে পরমার্থ উপযুক্ত যখন যাহা চিন্তা করিবা তাহা পাইবা। এইরূপ শ্রীবিক্রমাদিত্য নারায়ণপ্রসাদে বস্তুদ্বয় পাইয়া সে গুহা হইতে

নির্গত হইয়া পূর্ব্ববৎ গুহার দ্বার কপাটে রুদ্ধ করিয়া হস্তিতে আরোহণ করিয়া স্বরাজধানীতে আসিতেছেন পথমধ্যে সর্ব্ব-শাস্ত্রে পণ্ডিত অত্যন্ত দুঃখী পিতাপুত্র ব্রাহ্মণদ্বয়কে দেখিয়া তাহারদের সর্ব্ববৃত্তান্ত শুনিয়া পরদুঃখে অত্যন্ত দুঃখী হইয়া ঐ রস রসায়ন দ্রব্যদ্বয় ঐ পিতাপুত্র ব্রাহ্মণদ্বয়কে দিয়া স্বরাজ-ধানীতে উপস্থিত হইলেন। সপ্তদশী পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্য ঔদার্য্য এইরূপ ছিল তুমি যদি এইরূপ হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজ-রাজ এই কথাতে তদ্দিবস উপরত হইলেন ॥

ইতি সপ্তদশী কথা ॥

অষ্টাদশী পুত্তলিকার কথা ॥

অপর এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসন নিকটে উপস্থিত শ্রীভোজরাজকে অষ্টাদশী পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা তাহার সাহস ঔদার্য্যাদি রাজগুণ যেরূপ তাহা কহি শুন। এক দিবস সিংহাসনস্থ মহারাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ কৃতাঞ্জলি হইয়া এক দ্বারী নিবেদন করিল হে মহারাজ অদ্য আশ্চর্য্য এক কথা শুনিলাম উদয়াচলের শিখরের উপর এক দেবতা-

য়তন আছে তদগ্রভাবে মণি-মুক্তা-প্রবালাদিখচিত স্বর্ণময় সোপানে চতুর্দ্দিক্‌শোভিত অপূর্ব্ব এক সরোবর আছে সেই সরোবরের মধ্যে স্বর্ণময় এক স্তম্ভ আছে সে স্তম্ভের উপরে নানারত্নজড়িত কাঞ্চনময় এক সিংহাসন আছে সূর্য্যোদয় কালাবধি মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত সিংহাসনসহিত ঐ স্তম্ভ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডল স্পর্শ করে মধ্যাহ্নকালাবধি অস্তকাল পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া পূর্ব্বমত সরোবরের মধ্যে থাকে এই মত প্রত্যহ হয়। দ্বারিকের প্রমুখাৎ এ আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া রাজা আত্যন্ত কৌতুকাবিষ্ট হইয়া যোগ-পাদুকারোহণ করিয়া ঐ সরোবরের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সূর্য্যোদয়কালে ঐ স্তম্ভ জলমধ্য হইতে নির্গত হইয়া বর্দ্ধমান হয় ঐ কালে শ্রীবিক্রমাদিত্য স্তম্ভোপরিস্থ সিংহাসনের উপরে গিয়া অবস্থিতি করিলেন। স্তম্ভ ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধমান হইয়া মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যমণ্ডল পর্য্যন্ত উত্থিত হইলে স্তম্ভোপরিস্থ সিংহাসনস্থিত শ্রীবিক্রমাদিত্য প্রচণ্ডতর সূর্য্যাতপে ভর্জ্জিত হইয়া অচেতন হইলেন তদনন্তর শ্রীসূর্য্য দেবতা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাহস দেখিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের শরীরে অমৃত বর্ষণ করিয়া রাজাকে সচে-তন করিলেন। রাজা চেতনা পাইয়া ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীসূর্য্যদেবতার অনেক স্তব করিলেন। শ্রীসূর্য্যদেবতা রাজার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া প্রতিদিবস একভারপরিমিত সুবর্ণদায়ি কুণ্ডলদ্বয় রাজাকে দিলেন। রাজা শ্রীসূর্য্যদেবতার প্রসাদে

ঐ কুণ্ডলদ্বয় পাইয়া যোগপাদুকারোহণ করিয়া সন্ধ্যা সময়ে স্বকীয় রাজধানীতে আসিতেছেন ইতিমধ্যে এক অত্যন্ত দরিদ্রকে দেখিয়া দয়াকুলচিত্ত হইয়া সেই কুণ্ডলদ্বয় ঐ দরিদ্রকে দিলেন। এই উপাখ্যান অষ্টাদশী পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে কহিয়া কহিলেন হে ভোজরাজ তুমি যদি এতাদৃশ প্রভাবশালী হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজরাজ আপনার তাদৃশ প্রভাব নয় ইহা বুঝিয়া তদ্দিবসে উপরত হইলেন।

ইতি অষ্টাদশী কথা॥

ঊনবিংশতি পুত্তলিকার কথা॥

পুনর্ব্বার এক দিবস অভিষেকার্থোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে ঊনবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত নহ এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা শ্রীবিক্রমাদিত্য ছিলেন তাহার মহত্ত্ব যেমন তাহা শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বীয় প্রজাবর্গেরা কিরূপ ব্যবহারে আছে ইহা জানিবার কারণ গুপ্তরূপে একাকী যোগপাদুকারোহণ করিয়া দেশভ্রমণ করিতে করিতে পদ্মালয় নামে পুরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তথাতে অপূর্ব্ব এক দেবালয়নিকটে চারি ব্রহ্মচারী পরস্পর কথোপকথন করেন তন্মধ্যে

এক ব্রহ্মচারী কহিলেন আমি তীর্থযাত্রাতে অনেক দেশ দেবস্থান নদী পর্ব্বত দেখিয়াছি কিন্তু কনককূট নামে এক পর্ব্বত তাহাতে ত্রিলোকনাথ নামে এক যোগী নিবাস করেন আমি তথা যাইতে পারিলাম না তন্নিকট-দেশস্থ লোকেরদের প্রমুখাৎ শুনিলাম কনককূট পর্ব্বত অত্যন্ত দুর্গম তথা গেলে প্রাণ বাঁচা ভার। অতএব আমি সেই দেশ হইতে নিবৃত্ত হইলাম স্ত্রীপুত্র ধন আদি যত বিষয় আছে এ সকল যদি যায় তবে চেষ্টা করিলে পুনর্ব্বার হয় এ শরীর গেলে সহস্র চেষ্টাতেও হয় না এ শরীরের স্থিতিতে সর্ব্বসিদ্ধি হয় অতএব নীতিশাস্ত্রানুসারে সর্ব্বাপেক্ষয়া সর্ব্বতোভাবে শরীরসংরক্ষা অবশ্য কর্ত্তব্য। রাজা যোগিরদের পরস্পর কথোপকথনের মধ্যে এক যোগির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন অত্যন্ত শক্তিশালিপুরুষের বড় ভার কোনহ কর্ম্ম নয় এবং নীতিশাস্ত্রসিদ্ধ ব্যবসায়কারি লোকের দুর্ল্লভ কিছু নয় পণ্ডিতেরদের কোন দেশ বিদেশ নয় প্রিয়হিতবাদিজনের শত্রু কেহ নয়। ইহা কহিয়া যোগপাদুকারোহণ করিয়া কনককূট পর্ব্বতে ঐ যোগির নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগী রাজাকে দেখিয়া কহিলেন হে মহারাজ বিক্রমাদিত্য তুমি এ স্থানে কি নিমিত্ত আসিয়াছ। রাজা কহিলেন কেবল আপনকার সন্দর্শনার্থ। তদনন্তর যোগী শ্রীবিক্রমাদিত্যকে উত্তম রাজলক্ষণযুক্ত পরম সাত্ত্বিক জানিয়া কন্থা খণ্ডিকা দণ্ড নামে দিব্য পদার্থত্রয় দিয়া ঐ পদার্থত্রয়ের গুণ কহিলেন হে মহারাজ কন্থা নামে

যে এ দ্রব্য ইহার এইগুণ ধন অলঙ্কার বস্ত্রাদি যে দ্রব্য মনে করিয়া এ কন্থাকে বাম হস্তে স্পর্শ করিবা সেই চিন্তিত দ্রব্য-সকল এ কন্থা হইতে হইবে। এ খণ্ডিকাতে হস্তী অশ্ব রথ পদাতি প্রভৃতি অন্য যত লিখিতে পারিবে তত হইবে। আর যে এই দণ্ড ইহাকে দক্ষিণ হস্তে করিয়া যে মৃত শরীর স্পর্শ করিবা সে মৃতশরীর সজীব হইবে। আমার যোগবললব্ধ এ বস্তুত্রয় তোমাকে উপযুক্তপাত্র জানিয়া দিলাম। তদনন্তর শ্রীবিক্রমাদিত্য যোগির প্রসাদলব্ধ ঐ বস্তুত্রয় পাইয়া প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া যোগপাদুকারূঢ় হইয়া স্বরাজধানীতে আই-সেন পথিমধ্যে বনেতে ভ্রমণ করে অত্যন্ত দুঃখিত এক উত্তম পুরুষকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পুরুষ তুমি কে কেন বনে ভ্রমণ কর। ঐ পুরুষ কহিলেন আমি এক দেশের রাজা ছিলাম আমার শত্রুবর্গেরা অত্যন্ত প্রবল হইয়া আমার আত্মীয় বর্গেরদিগকে যুদ্ধেতে নষ্ট করিয়া আমার রাজ্যদারাদি সলক আক্রমণ করিয়া লইল সেই দুঃখে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া শত্রুভয়ে অন্য কোনহ নগরমধ্যে থাকিতে না পারিয়া বনমধ্যে একাকী ভ্রমণ করিতেছি। আমি বড় দুঃখী আমার দুঃখের কথা শুনিলে পাষাণ দ্রব হয়। ইত্যাদি নানাপ্রকার দুঃখোক্তি ঐ পুরুষের শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য অতিশয় দয়াবিষ্ট-চিত্ত হইয়া ঐ পুরুষকে যোগিপ্রাসাদলব্ধ কন্থাদি দ্রব্যত্রয় দিয়া স্বরাজধানীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ পুরুষ শ্রীবিক্রমা-দিত্য-দত্ত দিব্যবস্তুত্রয়প্রভাবে পূর্ব্ববৎ স্বরাজ্যদারাদি পরিজন

প্রাপ্ত হইলেন। ঊনবিংশতি পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ এই সিংহাসনে যে রাজা বসিতেন তাহার ঔদার্য্য যেরূপ ছিল তাহা কহিলাম তুমি যদি তাদৃশ ঔদার্য্যযুক্ত হও তবে এ সিংহাসনে বসিতে পার। শ্রীভোজরাজ এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে পরাবৃত্ত হইলেন ॥

ইতি ঊনবিংশতিতমী কথা ॥

বিংশতি পুত্তলিকার কথা। ॥

অনন্তর এক দিবস বিংশতি পুত্তলিকা সিংহাসন-নিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া কহিল শ্রীবিক্রমাদিত্যতুল্য যদি তুমি হও তবে এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইতে পার শুন শ্রীবিক্রমাদিত্য যেরূপ ছিলেন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্যের বুদ্ধিসাগরনামা মন্ত্রী বুদ্ধিশেখরনামা স্বপুত্রকে অত্যন্ত মূর্খ ব্যসনাবিষ্টচিত্ত জানিয়া কহিলেন হে পুত্র তুমি রাজমন্ত্রির সন্তান হইয়া মূর্খ হইলা পণ্ডিত লোকেরদের সহবাস শাস্ত্রানু-শীলন করিলা না শস্ত্রাভ্যাসপ্রকাশিতা সংস্কার-সংস্কৃত-বুদ্ধি যে মনুষ্যের না হইল সে মনুষ্য মনুষ্যাকার মাত্র বস্তুতঃ পশু বিবেচনা করিয়া বুঝ। শাস্ত্রীয় বুদ্ধির ভাবাভাবপ্রযুক্ত মনুষ্যে পশু-ভেদ ব্যাবহারিক আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনাদি বিষয়ক বুদ্ধি মনুষ্য-পশুর একরূপ কিঞ্চিন্মাত্র বিশেষ নাহি। তোমার

সে শাস্ত্রীয় বুদ্ধি হইল না অতএব তোমার জীবন বৃথা। এই রূপ পিতার শিক্ষার্থ ভর্ৎসনবাক্য শুনিয়া শাস্ত্রাভ্যাসে নিশ্চিত-চিত্ত হইয়া বিদেশে আসিয়া সদ্‌গুরুর উপাসনা করিয়া সকল শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হইয়া স্বদেশে আইসেন পথিমধ্যে এক নগরে দেবতায়তন দেখিলেন দেব-সন্দর্শনার্থ সে স্থানে আসিয়া তদ্দি-বসে তথাতেই থাকিলেন সন্ধ্যাসময়ে ঐ দেবতায়তনের নিক-টস্থ অপূর্ব্ব এক সরোবর ছিল সেই সরোবর হইতেই অষ্ট দিব্য কন্যা নির্গতা হইয়া দেবতার নিকটে আসিয়া সমস্ত রাত্রি ঐ দেবতার পূজা জপ স্তবাদি করিয়া প্রভাতে সরোবরের মধ্যে ঐ অষ্ট কন্যা প্রবিষ্টা হইলেন। এই মহদদ্ভুত বুদ্ধি-শেখরনামা মন্ত্রিপুত্র দেখিয়া স্বপুরেতে আসিয়া কএক দিব-সের পর শ্রীবিক্রমাদিত্যকে কহিলেন রাজা শুনিয়া অত্যন্ত অদ্ভুতদ্ জানিয়া ঐ দেবতায়তননিকটে আসিয়া নিশা-সময়ে মন্ত্রিপুত্র যেরূপ কহিয়াছিলেন সেরূপ সমস্ত দেখিলেন। প্রাতঃ-কালে ঐ অষ্ট কন্যা পুষ্করিণীর মধ্যে ঝম্প দিয়া জলে প্রবিষ্টা হবামাত্র রাজাও তৎক্ষণাৎ ঝম্প দিয়া জলমধ্যে প্রবিষ্ট হই-লেন। অনন্তর কন্যারা রাজাকে দেখিয়া কহিলেন হে মহা-রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য তুমি অদ্য শুভাদৃষ্টবশতঃ আমার-দের প্রত্যক্ষ হইয়াছ আমারদের সঙ্গে আইস। কন্যারা রাজাকে এইরূপ কহিয়া পাতাললোকে রত্নময় স্বপুরীর মধ্যে লইয়া গেলেন কহিলেন হে মহারাজ এই রাজপুরী তুমি গ্রহণ কর। রাজা কহিলেন আমার রাজপুরী আছে

ঐ রাজপুরীতে আমার কি প্রয়োজন কিন্তু জিজ্ঞাসি তোমরা কে এ পুরী বা কার। কন্যারা কহিলেন আমরা অষ্ট কন্যা অষ্ট সিদ্ধি এ পুরী আমারদের ক্রীড়ামন্দির তোমার দর্শনে আমরা অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়াছি অতএব তোমাকে পারি-তোষিক অষ্ট রত্ন দি গ্রহণ কর এ অষ্ট রত্নের গুণ এই একেতে মানসসিদ্ধি হয় দ্বিতীয়েতে ভোজনীয় দ্রব্য যখন যাহা চাহ তখন তাহা পাওয়া যায় তৃতীয়েতে চতুরঙ্গ সৈন্যপ্রাপ্তি চতুর্থে দিব্য গতি সিদ্ধি পঞ্চমে যোগপাদুকাপ্রাপ্তি ষষ্ঠে সর্ব্বস্তম্ভন হয় সপ্তমে সর্ব্বজ্ঞ হয় অষ্টমে সন্তোষপ্রাপ্তি এইরূপ অষ্ট রত্নের গুণ কহিয়া কন্যারা রাজাকে অষ্ট রত্ন দিলেন। রাজা এই অষ্ট রত্ন পাইয়া স্বরাজধানীতে আসিতে ছেন পথিমধ্যে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ রাজা বিক্রমাদিত্যকে জানিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া ভিক্ষা করিলেন হে মহারাজ আমি ব্রাহ্মণ অত্যন্ত দুঃখী তুমি উত্তম রাজা আমাকে এমন ভিক্ষা দেও যে আমার কোনহ বিষয়ে অসদ্ভাব না থাকে এবং সদা সুখে থাকি। রাজা ব্রাহ্মণের এই বাক্য শুনিয়া কোন বিচার না করিয়া ঐ অষ্ট রত্ন ব্রাহ্মণকে দিয়া স্বপুরীতে আইলেন। বিংশতি পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ তোমার যদি এতা-দৃশ ঔদার্য্য থাকে তবে এ সিংহাসনে বসিবার প্রয়াস কর নতুবা কেন বৃথা প্রয়াস করিয়া মনঃপীড়া পাও। এই কথাতে শ্রীভোজরাজ লজ্জিত হইয়া ক্ষান্ত হইলেন॥

ইতি বিংশতিতমী কথা॥

একবিংশতি পুত্তলিকার কথা ॥

অনন্তর এক দিবস শ্রীভোজরাজকে সিংহাসননিকট উপস্থিত দেখিয়া একবিংশতি পুত্তলিকা কহিল ভোজরাজ এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত যে রাজা ছিলেন তাহার ঔদার্য্য শুন। এক দিবস কোন্ দেশে কি অদ্ভুত সামগ্রী আছে ইহা দেখিবার কারণ শ্রীবিক্রমাদিত্য যোগপাদুকা-রোহণ করিয়া দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে এক পুরীর মধ্যে দেবতায়তনে উত্তরিলেন। তত্রস্থ দেবতাকে প্রণাম প্রদক্ষিণ স্তব করিয়া বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক বিদেশীয় পুরুষ ঐ দেবতায়তনে আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া কহিলেন হে সৎপুরুষ তোমাকে সম্পূর্ণ রাজলক্ষণযুক্ত দেখিতেছি অতএব বঝি রাজা হইবা রাজার রাজ্যচিন্তা পরিত্যাগে উদাসীন প্রায় ভ্রমণে রাজ্য থাকে না অতএব সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রাজার রজ্যের শুভাশুভ চিন্তা কর্ত্তব্য। এই বাক্য শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য কহিলেন হে পুরুষ রাজার ধর্ম্ম ব্যতিরেকে রাজ্যবিষয় শুভাশুভ চিন্তাতেই রাজ্য থাকে এমন নয় যে রাজার ধর্ম্ম নাহি সে রাজার বল-শুভাশুভ চিন্তাতে রাজ্য থাকে না এবং পরম ধার্ম্মিক রাজার রাজ্যের বিষয় শুভাশুভ চিন্তা ব্যতিরেকেও ধর্ম্মবলমাত্রে রাজ্য থাকে অতএব রাজ্য-স্থিতির মুখ্য কারণ ধর্ম্ম এই প্রযুক্ত রাজার ধর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমারও ভ্রমণ কেবল ধর্ম্মার্থ তোমাকে কোনহ কার্য্যার্থির প্রায় বুঝি। রাজার এই বাক্য শুনিয়া বিদেশীয় পুরুষ কহিল হে মহারাজ আপনি পরম ধার্ম্মিক বটে আমাকে যে কার্য্যার্থী করিয়া জানিয়াছেন সে বাস্তব বটে। রাজা কহিলেন কহ কি কার্য্য। পুরুষ কহিল হে মহারাজ শুন নীলপর্ব্বতে কামাখ্যা নামে এক দেবী আছেন তথাতে শৃঙ্গারাদি-রসসিদ্ধির কারণ দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত কামাখ্যাদেবীর মন্ত্রজপ করিলাম পরন্তু কিছু ফল দর্শিল না অতএব আমি সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া মনের মধ্যে বিচার করিলেন অনেক জপে যে মন্ত্র সিদ্ধ না হয় ইহার কিছু কারণ থাকিবে। শ্রীবিক্রমাদিত্য এইরূপ বিচার করিয়া ঐ পুরুষকে সঙ্গে লইয়া নীলপর্ব্বতে কামাখ্যাদেবীর আয়তনের নিকটে আসিয়া থাকিলেন। রাত্রিযোগে নিদ্রাকালে কামাখ্যাদেবী স্বপ্নরূপে রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ বিক্রমাদিত্য তুমি কেন এ স্থানে আসিয়াছ যদি এ পুরুষের রসসিদ্ধির নিমিত্ত আসিয়া থাক তবে সামুদ্রক-শাস্ত্রোক্ত ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাদি বিংশতিলক্ষণযুক্ত এক পুরুষকে আমার নিকটে বলি দেহ তবে ইহার রসসিদ্ধি হইবে। এইরূপ শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বপ্ন দেখিয়া নিদ্রাত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসিলেন মনে মনে বিচার করিলেন সম্প্রতি বিংশতি-লক্ষণযুক্ত পুরুষ অন্য কেহ দৃষ্ট নয় কেবল আমি উপস্থিত আছি এ পুরুষের উপকারার্থে আমাকে আপনাকে বলি দিতে হইল। এইরূপ বিচার করিয়া প্রাতঃকালে

স্নানাদি নিত্যক্রিয়া করিয়া খড়্গহস্ত হইয়া দেবীর নিকটে আপনাকে বলি দিতে উদ্যত হবামাত্রে দেবী প্রত্যক্ষ হইয়া রাজার হস্তদ্বয় ধরিলেন কহিলেন হে মহারাজধিরাজ পরম ধার্ম্মিক-শিরোমণি আমি তোমার পরোপকারিতা কি পর্য্যন্ত ইহা বুঝিবার কারণ তোমাকে বলি দিতে স্বপ্ন দিয়াছিলাম তাহা প্রত্যক্ষ দেখিলাম বলিতে কিছু প্রয়োজন নাহি আমি প্রসন্না হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা দেবীর এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন হে দেবি যদি আমার প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছ তবে এ পুরুষকে রসসিদ্ধি দেহ। রাজার এই বাক্যে ঐ পুরুষকে রসসিদ্ধি দিয়া তথা হইতে অন্তর্হিতা হইলেন ঐ পুরুষের নিকটে দেবীর অনুগ্রহেতে শৃঙ্গার বীর করুণ অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্তিরূপ নবরস মূর্ত্তিমন্ত হইয়া তদবধি থাকিলেন। রাজা স্বপুরী গমন করিলেন। একবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি যদি এতদ্রূপ পরোপকারক হও তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। এই কথাতে তদ্দিবসে শ্রীভোজরাজ বিরত হইলেন॥

ইত্যেকবিংশতিতমী কথা॥

দ্বাবিংশতি পুত্তলিকার কথা ॥

দ্বাবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি এই সিংহাসনে বসিয়া অভিষিক্ত হইবা এ যে তোমার বকাণ্ড-প্রত্যাশা হইয়াছে তাহা ত্যাগ কর তুমি বিক্রমাদিত্যের তুল্য হিতকারী হইবা না যে এ সিংহাসনে বসিবা শুন বিক্রমাদিত্য যেরূপ হিতকারী ছিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য ষোড়শবর্ষ আয়ুর কালে নিজবাহুবলপ্রতাপে যাবদ্দিগ্‌বিদিক্‌স্থ রাজার-দিগকে জয় করিয়া সর্ব্বরাজমণ্ডলীমুকুট-মণিমণ্ডিত-চরণারবিন্দ হইয়া সাম্রাজ্য করেন। ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে মধুর সুস্বর বীণা-বাদ্যাদি স্বরে ভট্টবন্দারু প্রভৃতির যশোবর্ণন গানে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া শ্রীমন্নারায়ণ-চরণারবিন্দ ধ্যান নাম স্মরণ করিয়া কৃতনিত্যসন্ধ্যা-বন্দনাদিরূপপ্রাতঃকৃত্য হইয়া অভ্যস্ত নানা আয়ুধের অনুশীলন করিয়া মল্লশালাতে ব্যায়াম করিয়া রাজাভরণে ভূষিত হইয়া সহস্র সহস্র স্বর্ণ দান করিয়া ধীমন্ত্রী কর্ম্মমন্ত্রী প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলীতে বেষ্টিত হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাবিরোধে রাজনীতি দণ্ডনীতিশাস্ত্রানুসারে রাজ্য-ব্যাপার করিয়া মধ্যাহ্নকালে বেদোক্ত মাধ্যাহ্নিকী ক্রিয়া সমাপন করিয়া রোগি-দরিদ্র প্রভৃতিরদিগকে নানা প্রকার দান দিয়া জ্ঞাতি বন্ধু মিত্রজন সমভিব্যাহারে কষায় মধুর লবণ কটু তিক্ত অম্লরূপ ষড়্‌বিধরসযুক্ত চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য

পেয়রূপ চতুর্ব্বিধ ভোজ্যসামগ্রী ভোজন করিয়া জাতী লবঙ্গ প্রভৃতি নানাপ্রকার পাচক সুগন্ধিদ্রব্যযুক্ত তাম্বুল ভোজন করিয়া চন্দনাদি সুগন্ধিদ্রব্যেতে লিপ্তাঙ্গ হইয়া বিবিধ প্রকার পুষ্পের মালা ধারণ করিয়া বন্ধুবর্গপ্রভৃতিকে বিদায় করিয়া অপূর্ব্ব পালঙ্গোপরি কিঞ্চিৎকাল শয়ন করিয়া সুপঠিত শুক-শারিকা প্রভৃতি পক্ষিগণের সুস্বর শ্রবণ করিয়া অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতি স্ত্রীগণ সহিত বাক্-চাতুরীতে হাস্যরস করিয়া অপরাহ্ণে ইতিহাস-পুরাণাদি শ্রবণোত্তর সেনাঙ্গ ধন ভাণ্ডারাদি অবলোকন সেই সেই বিষয়ের অধ্যক্ষেরদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সন্ধ্যাকালে বেদোক্ত নিত্যক্রিয়া করিয়া পণ্ডিতদের সহিত শাস্ত্রার্থানুশীলন করিয়া পরিহাসকেরদের সহিত পরিহাস করিয়া নৃত্য গীত বাদ্য সাক্ষাৎকার করিয়া অনিষিদ্ধ শৃঙ্গাররসানুভব করিয়া অরুণোদয়কাল পর্য্যন্ত সুখনিদ্রাতে যাবজ্জীবন প্রত্যহ এইরূপে কালযাপন করিতেন। ইতিমধ্যে এক দিবস রাত্রিযোগে নিদ্রাকালে অনিষ্টসূচক দুঃস্বপ্ন দেখিয়া প্রাতঃকালে পণ্ডিতেরদিগকে শুনাইলেন। পণ্ডিতেরা কহিলেন মহারাজ এ অনিষ্টসূচক দুঃস্বপ্ন বটে না জনি কি অনিষ্ট হইবে। রাজা পণ্ডিতেরদের এই বাক্য শুনিয়া মনে মনে বিচার করিলেন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী স্ত্রী পুত্র বিত্তাদি সাংসারিক সকল বিষয় জলবুদ্বুদের ন্যায় অনিত্য মরণোত্তর কেহ কাহার নয় কেবল ধর্ম্ম পরলোকে উপকারক হন অত-এব সৎপুরুষের সংসারাসারতানিশ্চয়পূর্ব্বক ধর্ম্মসঞ্চয় অবশ্য

কর্ত্তব্য যেমন কৃপণেরা ধন সঞ্চয় করে। শ্রীবিক্রমাদিত্য এইরূপ বিচার করিয়া তিন দিন পর্য্যন্ত যাবৎ ধনভাণ্ডার মুক্তদ্বার করিয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা দিলেন যাহার যে অভীষ্ট সে তাহা রাজভাণ্ডার হইতে লইয়া যাউক। এই ঘোষণাতে নানাদেশীয় দরিদ্র লোকেরা আসিয়া দিনত্রয় পর্য্যন্ত যাহার যে মনে লইল সে তাহা লইয়া গেল। দ্বাবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্য ঈদৃক্ ছিল অতএব তিনি এ সিংহাসনে বসিতেন সম্প্রতি এতাদৃশ রাজা কেহ নাহি কেবল তুমি এমত নয়। এই মতে সে দিবস শ্রীভোজরাজ নিবৃত্ত হইলেন ॥

ইতি দ্বাবিংশতিতমী কথা ॥

ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকার কথা ॥

পুনরপর দিবসে অভিষেকার্থ সিংহাসন-নিকটোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য শৌর্য্য ধৈর্য্য ঔদার্য্য যাহার হয় সে এ সিংহাসনে বৈসে। রাজা কহিলেন শ্রীবিক্রমা-দিত্যের শৌর্য্যাদি কিরূপ। পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ শুন অবন্তীনগরে শ্রীবিক্রমাদিত্য সাম্রাজ্য করেন ঐ নগরে

ধনপতি নামে ত্রিংশৎকোটীশ্বর এক বণিক্ থাকেন তাহার চারি পুত্র। ঐ বণিক্ আপন মৃত্যুসময়ে চারি পুত্রকে কহিলেন হে পুত্রেরা তোমরা আমার মৃত্যুর পর একত্র থাকিবা বিভক্ত কদাচ হইবা না সহবাসের গুণ বিস্তর ইতরেতর সাহায্যে ক্ষুদ্র লোকেরাও অসাধ্য কার্য্য সিদ্ধি করিতে পারে যেমন তৃণসমূহ একত্র হইয়া দৈবী বৃষ্টি নিবারণ করে ঐ তৃণেরা বিভক্ত হইলে সে বৃষ্টি নিবারণ করিতে পারে না পরন্তু ঐ বৃষ্টির জলে আপনারা ভাসিয়া যায় অতএব মিলিয়া থাকা ভাল যদি দৈবাৎ সম্বলিত হইয়া থাকিতে না পার তবে আমার শয়নস্থানে তোমারদের নামাঙ্কিত করিয়া চারি কলস পুতিয়া রাখিয়াছি আপন আপন নামানুসারে লইবা। এইরূপ পুত্রেরদিগকে শাসন করিয়া ধনপতি দেহত্যাগ করিলেন। কিয়ৎকালানন্তর বণিক্পুত্রেরা পরস্পর কলহ করিয়া বিভক্ত হইয়া স্বস্বনামচিহ্নিত চারি কলস মৃত্তিকা হইতে উদ্ধার করিয়া দেখিলেন জ্যেষ্ঠের কলসে মৃত্তিকা দ্বিতীয়ের ঘটে অঙ্গার তৃতীয়ের কুম্ভে অস্থি চতুর্থের কলসে তুষ ইহার অভিপ্রায় না বুঝিয়া অনেক বিচক্ষণ লোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার অভিপ্রায় কহিতে কেহ পারিলেন না। এইরূপে অনেক দিবস পর্য্যন্ত চারি সহোদরে বিভক্ত হইয়া দুঃখেতে কাল যাপন করিলেন। এক দিন ঐ চারি বণিক্পুত্রেরা শ্রীবিক্রমাদিত্যের সভাতে গিয়া সভ্যলোকেরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তত্রাপি কলসের তত্ত্বনিরূপণ হইল না কিন্তু ঐ

প্রতিষ্ঠান-নগরে দুই ব্রাহ্মণ থাকেন তাহারদের এক বিধবা ভগিনী পরম রূপবতী তাহাকে পাতাল হইতে এক নাগপুত্র আসিয়া সম্ভোগ করিয়াছিল তৎপ্রযুক্ত গর্ভবতী হইলেন তাহার ভ্রাতা দুইজন বিধবা ভগিনীর গর্ভ দেখিয়া শঙ্কান্বিত হইয়া দেশান্তরে গেলেন। ঐ বিধবা ব্রাহ্মণী কিছুদিনের পর এক পুত্র প্রসব হইলেন তাহার নাম শালবাহন ঐ শাল-বাহন আপন মাতার সহিত এক কুম্ভকারগৃহে থাকেন। তিনি সেই ঘটচতুষ্টয়ের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া প্রতিষ্ঠান-নগরস্থ রাজসভাতে আসিয়া কহিলেন হে সভ্যবর্গ এ ঘট-চতুষ্টয়ের যথার্থ নিরূপণ আমি করিব। ইহা শুনিয়া সকল সভ্যলোকেরা সে নাগপুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। বালক কহে মৃত্তিকাপূরিত ঘট যাহার নামে ভূমিধন তাহার। অঙ্গারপূরিত কলস যাহার নামে স্বর্ণ রজত কাংস্য পিত্তল তাম্র ত্রপু শীসক লোহ রূপাষ্ট ধাতু দ্রব্য তাহার। অস্থিপূরিত কুম্ভ যাহার নামাঙ্কিত তাহার হস্তী ঘোটক গো মহিষ ছাগ মেষ দাস দাস্যাদিরূপ দ্বিপদ-চতুষ্পদ ধন। তুষপূরিত গর্গরী যাহার নামে ধান্য যব গোধূম কলাই মুদ্গ চণক তিল সর্ষপাদিরূপ শস্য ধন তাহার। নাগপুত্রের এই বাক্য শুনিয়া চারি ভ্রাতাতে আনন্দিত হইয়া পিতৃকৃতাংশানুসারে স্ব স্ব ভাগ লইয়া পরমসুখে কালক্ষেপণ করিলেন। নাগপুত্র-কৃত নির্ণয় লোকপর-ম্পরাতে শ্রীবিক্রমাদিত্য শুনিয়া নাগপুত্র আনয়ননিমিত্ত

প্রতিষ্ঠাননগরে দূত প্রেরণ করিলেন। কিন্তু শালবাহন আইলেন না কহিলেন বিক্রমাদিত্যের নিকট যাওনের কি প্রয়োজন যদি তাহার কিছু প্রয়োজন থাকে তিনি আমার নিকটে কেন না আইসেন। দূতেরা এই বাক্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ গিয়া কহিল। রাজা বালকের এই বাক্যে বিস্মিত এবং কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া চতুরঙ্গিনীসেনাপরিবৃত শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বয়ং প্রতিষ্ঠানপুরে উপস্থিত হইলেন। তথাপি শালবাহন রাজা সম্ভাষার্থে শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকটে আইলেন না। শ্রীবিক্রমাদিত্য ক্রুদ্ধ হইয়া স্বকীয় লোক প্রেরণ করিয়া শালবাহনের পুরী ও গৃহ রোধ করিলেন। তদনন্তর শালবাহন স্বগৃহাবরোধ দেখিয়া মৃত্তিকানির্ম্মিত গজ তুরগ পদাতিকাদি স্বপিতৃপ্রভাবে সজীব করিয়া যুদ্ধার্থে আজ্ঞা দিলেন, শালবাহন-সৈন্যেরা বিক্রমাদিত্য-সৈন্যের সহিত অনেক দিবস পর্য্যন্ত বিবিধপ্রকার যুদ্ধ করিলেন, তথাপি শ্রীবিক্রমাদিত্যের প্রভাবে তৎ-সৈন্যেরা ভঙ্গ হইলেন না। এক দিবস রাত্রিযোগে শালবাহনের পিতা পাতালপুরস্থ নাগপুত্র আসিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে দংশিয়া বিষজ্বালাতে মূর্চ্ছিত করিয়া গেলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বকীয় সকল সেনাকে মূর্চ্ছিত দেখিয়া অমৃতসেচনে সৈন্যেরদের জীবনার্থ নাগরাজ বাসুকির মন্ত্র জপ করিলেন। বাসুকি তুষ্ট হইয়া রাজাকে অমৃত দিয়া গেলেন। রাজা ঐ অমৃত লইয়া স্বসৈন্য বাঁচাইতে যাইতেছেন পথিমধ্যে শালবাহন-প্রেরিত পুরুষদ্বয় রাজার

সম্মুখে আসিয়া ঐ অমৃত প্রার্থনা করিল। শ্রীবিক্রমাদিত্যের এই নিয়ম যে যাহা প্রার্থনা করিবে তাহাকে তাহাই দিব, অতএব স্বনিয়ম ভঙ্গভয়ে ঐ পুরুষদ্বয়কে অমৃত দিলেন। মহতের মহত্ত্ব এই যে স্ববাক্যের অন্যথাচরণ কদাচ না হয়। এইরূপে শ্রীবিক্রমাদিত্য একাকী পথিমধ্যে চিন্তা করিলেন শুভকর্ম্মকরণার্জ্জিত পুণ্যবলে পুরুষ দুস্তর বিপৎসাগর তরে এই শাস্ত্রের প্রমাণ আছে অতএব ধর্ম্ম আমাকে অবশ্য রক্ষা করিবেন। রাজা এই ভাবনা করিতেছেন ইত্যবসরে পাতাল-নগরী হইতে বাসুকি স্বয়ং আসিয়া অমৃত বৃষ্টি করিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সকল সৈন্যকে সজীব করিয়া গেলেন। সৈন্যেরা সুপ্তোত্থিতপ্রায় কোলাহল করিতে লাগিল। রাজা বিক্রমাদিত্য সৈন্যেরদের জীবনদানে পরম সন্তুষ্ট হইয়া সকল সেনাসহিত স্বপুরীতে আইলেন। অন্যান্যপ্রভাবে অন্যান্য বিস্মিত হইলেন। অতএব কহি হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমা-দিত্যের ঔদার্য্য অনুপম। এতাদৃশ ঔদার্য্য যদি তোমাতে থাকে তবে এই সিংহাসনে বসিতে পার। ত্রয়োবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া শ্রীভোজরাজ তদ্দিবসে শিথিলাভিলাষ হইলেন॥

ইতি ত্রয়োবিংশতিতমী কথা॥

চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকার কথা ॥

পুনর্ব্বার এক দিবস চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকা সিংহাসনারোহণে নিবারণ কারণ শ্রীভোজরাজকে কহিল হে ভোজরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য প্রজাপ্রতিপালক যে রাজা হইবে সে এ সিংহাসনে বসিবে। রাজা কহিলেন সেই বিক্রমাদিত্যের প্রজাপালকতা কীদৃশী। পুত্তলিকা কহিল শুন এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য মন্ত্রিগণপরিবেষ্টিত হইয়া সভাস্থানে বসিয়াছেন ইতিমধ্যে কেরলদেশীয় জ্যোতিঃশাস্ত্রবক্তা পণ্ডিত সভাতে আসিয়া বিবিধ গদ্য-পদ্য বাক্যপ্রবন্ধে রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাজদত্তাসনে বসিলেন। রাজা পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে পণ্ডিত তুমি কোন্ কোন্ শাস্ত্রে জ্ঞানবান্। পণ্ডিত কহিলেন আমি জ্যোতিঃশাস্ত্রে জ্ঞানবান্। রাজা কহিলেন বল এই বৎসরে আমার রাজ্যে কি হইবে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহারাজ এ বৎসর বড়ই দুর্ভিক্ষ হইবে। রাজা কহিলেন আমার দেশে নীতিশাস্ত্রোল্লঙ্ঘন কদাচ নাহি অন্যায়ের অঙ্কুর মাত্রও নাহি প্রজাপীড়ন স্বপ্নেতেও নাহি পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানভঙ্গ কদাচিৎ নাহি এবং ব্রাহ্মণহিংসা প্রজাকলহ নিরপরাধদণ্ড অসৎ-নিরূপণ পাপ-প্রবৃত্তি দেবতাপ্রতিমাভঙ্গ সাধু-জনমনস্তাপ শাস্ত্রোক্তব্যবস্থাতিক্রম আমার দেশে কখনও নাহি তবে দুর্ভিক্ষ কি নিমিত্ত হইবে। পণ্ডিত কহিলেন হে মহা-

রাজ যে সকল আজ্ঞা করিলেন সে প্রমাণ বটে কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্রের এই প্রমাণ রোহিণীশকট ভেদ করিয়া শনৈশ্চর গ্রহ যদি শুক্রক্ষেত্রে কিম্বা মঙ্গলক্ষেত্রে আইসেন তবে অবশ্য দুর্ভিক্ষ হয় আমি এই শাস্ত্রপ্রমাণানুসারে কহি। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া প্রজার রক্ষণার্থ দুর্ভিক্ষ নিবারণ নিমিত্ত বহুবিধ যজ্ঞ জপ পূজা দানাদিরূপ স্বস্ত্যয়নক্রিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা করিলেন তথাপি বৃষ্টি হইল না স্বদেশে কোন শস্য জন্মিল না প্রজালোকেরা অত্যন্ত ব্যাকুল হইল রাজা অত্যন্ত ভাবিত হইলেন। এই সময় আকাশবাণী হইল হে বিক্রমাদিত্য সকলরাজলক্ষণযুক্ত এক পুরুষ যদি বলি দিতে পার তবে বৃষ্টি হইবে। রাজা এই দৈবী আকাশবাণী শুনিয়া খড়্গহস্ত হইয়া প্রজার রক্ষণার্থে আপনাকে বলি দিতে উদ্যত হবামাত্রে মেঘাধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রসন্না হইয়া রাজার হস্তদ্বয় ধরিয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ তুমি বড় প্রজার পালক রাজা বট আমি প্রসন্ন হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন এ দেশে যেন দুর্ভিক্ষ না হয় এই বর দেও। দেবতা তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। তদবধি মালব-দেশে দুর্ভিক্ষ অদ্যাপি হয় না। চতুর্ব্বিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া শ্রীভোজরাজ ভগ্নাশ হইলেন ॥

ইতি চতুর্ব্বিংশতিতমী কথা ॥

পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকার কথা ॥

অন্য এক দিবস সিংহাসনারোহণোদ্যত ভোজরাজকে নিবারণ করিয়া পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজ-রাজ এ সিংহাসনে শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য না হইলে কেহ বসিতে পারে না। রাজা কহিলেন শ্রীবিক্রমাদিত্য কীদৃক্ ছিলেন। পুত্তলিকা কহিল শ্রীবিক্রমাদিত্যের শৌর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য সাহসাদি প্রযুক্ত সুখ্যাতি দেবলোক পর্য্যন্ত হইল। স্বর্গের দেবতারা পরস্পর কথোপকথনাবসরে প্রায় শ্রীবিক্রমাদিত্যের যশোবর্ণন করেন। এক দিবস সকল দেবাধিরাজ শ্রীযুত ইন্দ্রদেব দেবতা-মণ্ডলীর মধ্যে বিচিত্র রত্নময় সিংহাসনোপরি বসিয়া দেবতারদের প্রতি সম্বোধন করিয়া কহিলেন সম্প্রতি পৃথিবী-মণ্ডলে সর্ব্বপ্রাণির হিতৈষী সদা সদাচারোৎসুক স্বপ্রাণনিরপেক্ষ পরপ্রাণরক্ষক সুবিচার্য্য-কারী দয়ার্দ্রিতচিত্ত শ্রীবিক্রমাদিত্যের তুল্য কেহ নাহি। ইন্দ্রের এই বাক্য শুনিয়া সভাস্থ যাবদ্দেবতার মধ্যে দুই দেব-তার অসম্ভাবনা-বুদ্ধি হইল ঐ দুই দেবতা ইন্দ্রকৃত শ্রীবিক্রমা-দিত্যপ্রশংসা-প্রামাণ্যাপ্রামাণ্য নিশ্চয় কারণ অবন্তীনগরে আইলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য আস্কন্দিত ধৌরিতক রেচিত বল্গিত প্লুত এই পঞ্চ প্রকার গমনে নিপুণ ঘোটকোত্তমে আরোহণ করিয়া একাকী নগরপ্রান্তোপবনে ভ্রমণ করিতে-

ছেন ইতিমধ্যে ঐ দুই দেবতার মধ্যে এক দেবতা জীর্ণ গো-রূপ ধারণ করিলেন অপর দেবতা প্রবল ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্ররূপ ধারণ করিলেন। ঐ ব্যাঘ্র দেখিয়া ঐ জীর্ণ গো স্বমৃত্যুভয়ে পলায়ন করিলেন ঐ ব্যাঘ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবন করিলেন গো আসিয়া পুষ্করিণীতে পড়িয়া পঙ্কলগ্ন হইয়া থাকিলেন। তৎকালে শ্রীবিক্রমাদিত্য ভ্রমণ করিতে করিতে তথাতে উপস্থিত হইয়াছেন পঙ্কপতিত গো অদূরে ব্যাঘ্রকে দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে করিতে শ্রীবিক্রমাদিত্যকে অবলোকন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে মুহুর্মুহুঃ হম্মা রব করিতে লাগিলেন। রাজা এতাদৃশাবস্থা দুস্থা গোকে দেখিয়া ঝটিতি অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া দক্ষিণহস্তে খড়্গ ধারণ করিয়া বামহস্তে গোকে ধরিয়া সরোবরমধ্যে দাঁড়াইয়া থাকিলেন। মনোমধ্যে বিচার করিলেন যদি গোকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া আমি যাই তবে এ গো জীর্ণা পলায়ন করিতে পারিবে না অনায়াসে ব্যাঘ্র ধরিয়া খাইবে যদি গোকে ত্যাগ করিয়া ব্যাঘ্রকে নষ্ট করিতে যাই তবে রাত্রি আগত প্রায় এ গৌ পঙ্কপতনে গতিশক্তিহীনা হইয়াছেন যদি অন্য কোন হিংস্রক জন্তু আসিয়া নষ্ট করে। এইরূপ সন্দেহে রাজা গোকে ধরিয়া খড়্গহস্ত হইয়া সমস্ত রাত্রি হিম বাত জলধারা সহ্য করিয়া জলমধ্যে একাকী দাঁড়াইয়া থাকিলেন। প্রভাত সময়ে ঐ দুই দেবতা মায়াকৃত গোরূপ ব্যাঘ্ররূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপ ধারণ করিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যকে কহিলেন

হে মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য তোমার দয়ালুতাপ্রযুক্ত পরম ধার্ম্মিকতা কি পর্য্যন্ত ইহা জানিবার কারণ আমরা দুই দেবতা মায়াতে এরূপ ব্যবহার করিলাম। বুঝিলাম যেমন দেবতারা ক্ষীরসমুদ্র মন্থন করিয়া তাহার সারভাগে চন্দ্রমণ্ডল সৃষ্টি করিয়াছেন তেমন সৃষ্টিকর্ত্তা দয়ারূপ সাগর মন্থন করিয়া তদীয় সারভাগে তোমার অন্তঃকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন আমরা তোমার কি প্রশংসা করিব আমারদের রাজা ইন্দ্রদেব সভামধ্যে প্রায় সর্ব্বদা তোমার প্রশংসা করেন কিন্তু এতদিনে তাহার প্রামাণ্য নিশ্চয় হইল অত্যন্ত তুষ্ট হইলাম বর প্রার্থনা কর। রাজা কহিলেন আপনকারদের প্রসাদে আমার প্রার্থনীয় কিছু নাহি সর্ব্বসম্পত্তি সম্পন্ন হইয়াছে প্রার্থনাকৃত লাঘব কেন স্বীকার করিব। দেবতারা কহিলেন আমাঃদের দর্শন নিরর্থক হয় না অতএব প্রার্থনা ব্যতিরেক তোমাকে এই এক কামধেনু দিলাম যখন যাহা তোমার অভিলষিত হইবে তাহা এই কামধেনুকে প্রার্থনা করিলে হইবে। এইরূপে দেবতারা রাজাকে কামধেনু দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। রাজা ঐ কামধেনু লইয়া আসিতেছেন পথিমধ্যে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ নিকটে ভিক্ষা করিল রাজা ঐ কামধেনু দরিদ্রকে দিয়া স্বরাজধানী আইলেন। শ্রীভোজরাজ পঞ্চবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া তদ্দিবসে ফিরিয়া আইলেন॥

ইতি পঞ্চবিংশতিতমী কথা॥

ষড়্‌বিংশতি পুত্তলিকার কথা।

অপর মুহূর্ত্তে সিংহাসননিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ষড়্‌বিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এ সিংহাসনে যে বিক্রমাদিত্য বসিতেন তাহার গুণাখ্যান শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য পৃথিবী-মণ্ডলাবলোকনার্থ ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে করিতে অপূর্ব্ব রমণীয় এক দেবতায়তনে গিয়া বসিয়াছেন ইত্যবসরে এক পুরুষ আসিয়া রাজার নিকটে বসিয়া বিবিধপ্রকার বাগাড়ম্বর করিতে লাগিলেন। রাজা শুনিয়া অন্তঃকরণে পরামর্শ করিলেন বুঝি এ পুরুষ অতি ধূর্ত্ত হইবে নতুবা এতাদৃশ বাগাড়ম্বর কেন। সৎপুরুষের এমত স্বভাব নয় যে বৃথা বাগাড়ম্বর করে এ ব্যক্তি নিরর্থক বাগাড়ম্বর করিতেছে অতএব অবশ্য আত্যন্তিক ধূর্ত্ত বটে। ইহার এই দৃষ্টান্ত সারহীন পদার্থ কাংস্য যাদৃশ শব্দ করে তাদৃশ শব্দ সুবর্ণ করে না অতএব এই নিশ্চয় যে অনেক কথা কহে সে সারহীন বটে। রাজা এইরূপ পরামর্শ করিয়া ঐ পুরুষের সহিত কিঞ্চিন্মাত্র আলাপও করিলেন না। সে ব্যক্তি কিঞ্চিৎ কাল বসিয়া আপন স্থানে গেল পুনর্ব্বার পরদিবস এক কৌপীন ধারণ করিয়া শুষ্কবদন হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে দেখিয়া কহিলেন কহ এ কি। কল্য উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া আসিয়াছিলা

অদ্য জীর্ণ মলিন কৌপীন মাত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছ। পুরুষ কহিল হে মহারাজ শুন আমি দ্যূতকার অদ্য দ্যূত-ক্রীড়াতে সর্ব্বস্ব হারিয়া কৌপীনমাত্রাবশেষ হইয়াছি। রাজা শুনিয়া মন্দ মন্দ হাস্য করিয়া কহিলেন বটে হবে দ্যূতকারের-দের এইরূপ গতি যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়াতে ধন ইচ্ছা করে এবং যে লোক পরসেবক হইয়া মর্য্যাদা ইচ্ছা করে এবং যে জন ভিক্ষাবৃত্তিতে ভোগ ইচ্ছা করে এ সকল লোক দৈব-বিড়ম্বিত নির্ব্বুদ্ধি-শিরোমণি। রাজার এই বাক্য শুনিয়া ঐ দ্যূতকার দ্যূত-নিন্দা সহিতে না পারিয়া কহিলেন বটে বলি-তেছ ভাল কিন্তু বুঝি দ্যূতক্রীড়াসুখ তুমি কখন অনুভব কর নাহি অতএব তোমার এ বাক্য নপুংসক পুরুষের সুন্দরী যুবতী-স্ত্রীসম্ভোগ-নিন্দাবাক্যপ্রায়। দ্যূতকারের এই বাক্য শুনিয়া রাজা কহিলেন হে দ্যূতকার তুমি নিতান্ত ঈশ্বর-বিড়ম্বিত যে হেতু আমার উপকারমাত্রার্থ সুহৃজ্জন-ন্যায় হিত-বাক্যে তোমার নিতান্ত অহিতবুদ্ধি হইল কিন্তু এ বড় দুঃখ মনুষ্য-দেহ ধারণে সদ্বুদ্ধি সদ্বিবেচনা সদুপায় চিন্তা সচ্চেষ্টা সৎকর্ম্ম না করিয়া মিথ্যা-সুখার্থে অনর্থহেতু দ্যূতক্রিয়া করণে পুরুষ বৃথা আয়ুঃক্ষেপণ করে। রাজার এই বাক্য শুনিয়া দ্যূতকার কহিল হে মহারাজ যদি তোমার আমার উপকার করণে তাৎপর্য্য থাকে তবে আমার এক কার্য্য করিবা প্রতি-শ্রুত হও। রাজা কহিলেন যদি তুমি অদ্য প্রভৃতি দ্যূত-ক্রীড়া ত্যাগ কর তবে তোমার যে কার্য্য আমা হইতে হয়

তাহা অবশ্য করিব প্রতিশ্রুত হইলাম। রাজার এই বাক্য শুনিয়া দ্যূতকার কহিলেন হে বিক্রমাদিত্য সিদ্ধপুরুষ শুন সুমেরুপর্ব্বতের শৃঙ্গের উপরে এক দেবতার মন্দির আছে সে দেবতার নাম মনঃসিদ্ধি ঐ মন্দিরের চূড়ার উপরে আকাশ-গঙ্গাজলপূরিত সুবর্ণকুম্ভ আছে ঐ সুবর্ণকুম্ভ হইতে জল আনিয়া মনঃসিদ্ধি দেবতার পূজা করিয়া স্বশিরোবলি যে দেয় তাহার প্রতি ঐ দেবতা প্রসন্ন হইয়া অভিলষিত সিদ্ধি বর দেন কিন্তু এ কর্ম্ম করা বড় দুষ্কর তুমি যদি এ কার্য্য করিতে পার তবে দেবতা হইতে যে বর পাইবা সে বর আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করিবা তুমি এ কার্য্য করিলে আমি দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করিব। রাজা দ্যূতকারের এই বাক্য শুনিয়া তৎক্ষণে যোগপাদুকারোহণ করিয়া সুমেরুশৃঙ্গে গিয়া দেবমন্দিরোপরিস্থিত স্বর্ণকলসস্থ জলাহরণ করিয়া মনঃসিদ্ধি দেবতার পূজা করিয়া খড়্গহস্ত হইয়া স্বশিরোবলিদানার্থোদ্যত হবামাত্রে দেবতা প্রসন্ন হইয়া যথাভিলষিত সিদ্ধি বর রাজাকে দিলেন। রাজা সেই বর দ্যূতকারার্থ গ্রহণ করিয়া দ্যূতকারের নিকটে আসিয়া দ্যূতকারকে দ্যূতক্রীড়া ত্যাগ করাইয়া দেবপ্রসাদলব্ধবর দিয়া স্বরাজধানীতে আইলেন। ষড়্‌বিংশতি পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ তুমি যদি আপনাকে এরূপ বুঝ তবে এই সিংহাসনে বৈস নতুবা বসিলে তোমার ভাল হবে না। এই কথাতে শ্রীভোজরাজ সে দিবস বিমর্ষ হইয়া গেলেন॥ ইতি ষড়্‌বিংশতিতমী কথা॥

সপ্তবিংশতি পুত্তলিকার কথা।

সপ্তবিংশতি পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে সিংহাসনারোহণ হইতে নিবারণ করিয়া কহিল হে ভোজরাজ এ সিংহাসন যে রাজা বিক্রমাদিত্যের ছিল তাহার গুণাখ্যান শুন। এক দিবস শ্রীবিক্রমাদিত্য দেশভ্রমণ করিতেছেন পথিমধ্যে পথিক কএক লোক শ্রীবিক্রমাদিত্যকে দেখিয়া কহিল হে মহারাজ পূর্ব্বদেশেতে বেতালপুর নামে এক পুরী আছে সেই পুরীতে শোণিতপ্রিয়া নামে এক দেবী আছেন সেই দেবীর স্থানে প্রত্যহ নরবলি হয় আমরা পথঘটিত সেই দেশে গিয়াছিলাম বল্যর্থ আমারদিগকে তদ্দেশীয় রাজ-লোকেরা বলাৎকারে ধরিয়াছিল আমরা আয়ুর্ব্বলে কোন প্রকারে পলাইয়া প্রাণ পাইয়াছি। ইহা শুনিয়া শ্রীবিক্রমাদিত্য কৌতুকাবিষ্ট হইয়া তদ্দেবীবিলোকনার্থ বেতালপুরে গিয়া তদ্দেশীয় রাজলোকের-দিগকে দেখিয়া ধর্ম্মোপদেশ করিলেন যে হে লোকেরা তোমারদের এ কোন্ ধর্ম্ম আত্মসুখার্থ মহাপ্রাণী মনুষ্য বলি দেবীকে দেও সংসারে এ বলিদানজন্য সুখ কত দিন ভোগ করিয়া এ মহাপ্রাণিহিংসাজন্য পাপেতে অনেক কাল পর্য্যন্ত যে নরকভোগ করিবা এ জ্ঞান তোমারদের নাহি আর তোমারদের সে দেবতা বা কেমন যে মনুষ্যহিংসাতে তুষ্ট হইয়া তোমারদিগকে বরদান করেন সে দেবতার দেবত্বকে

ধিক্ যে নরবলি গ্রহণ করে। এইরূপে তদ্দেশীয় লোকের-দিগকে পবিত্র ভর্ৎসনা করিয়া তদ্দেবীর মন্দিরে আসিয়া দেখেন যে কথক লোক এক পুরুষকে স্নান করাইয়া রক্তবস্ত্র রক্তচন্দন রক্তপুষ্প-মালাতে ভূষিত করিয়া বলিদান নিমিত্ত আনিতেছে। শ্রীবিক্রমাদিত্য ঐ লোকেরদিগকে দেখিয়া কহিলেন অরে দুষ্ট পাপাত্মারা এ পুরুষকে এইক্ষণে ত্যাগ কর্ এ মৃত্যুভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়াছে যদি তোরদের নর-বলি হইলে কার্য্যসিদ্ধি হয় তবে আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপ-নাকে আপনি বলি দিতেছি কিন্তু আমার সাক্ষাৎ মরণভয়-কাতর নরকে কদাচ বলি দিতে পারিবা না। রাজার এই বাক্য শুনিয়া তল্লোকেরা অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল হে মহাসাত্ত্বিক পরমধার্ম্মিক তুমি কে আমরা এমন লোক দেখি নাহি যে নিঃসম্বন্ধ লোকের প্রাণরক্ষার্থে আত্মপ্রাণ তৃণবৎ ত্যাগ করিতে উদ্যত হয়। গৃহদাহকালে নানাদুঃখো-পার্জ্জিত বিবিধপ্রকার ধন পতিব্রতা সুন্দরী স্ত্রী পণ্ডিত ধার্ম্মিক পুত্র প্রভৃতি প্রিয়তম বস্তু পরিত্যাগ করিয়া আত্মপ্রাণরক্ষার্থে তথা হইতে পলায়ন করে তুমি অজ্ঞাতকুলশীলদেশোদাসীন পুরুষরক্ষার্থে অতি প্রিয়তম প্রাণ ত্যাগোদ্যত হইলা অতএব তোমার তুল্য পরোপকারক দুর্ল্লভ। রাজাকে এই বাক্য কহিয়া বলিনিমিত্তানীত পুরুষের বন্ধন মোচন করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীবিক্রমাদিত্য কৃতনিত্যক্রিয় হইয়া খড়্গ লইয়া আত্মবলিদানোদ্যত হবামাত্রে তদ্দেবী প্রসন্না হইয়া রাজাকে

কহিলেন হে মহারাজ তুষ্টাস্মি বরং বৃণু। রাজা কহিলেন হে দেবি যদি তুষ্টা হইয়াছ তবে আমাকে এই বর দেও এই লোকেরা যদভিলাষে বলি দিতে আসিয়াছিল তাহারদের তদভিলাষসিদ্ধি হউক আর অদ্য প্রভৃতি নরবলি তুমি কখন গ্রহণ করিবা না এই দুই বর আমাকে দেও। দেবী তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। সেই দিবস অবধি সে দেবীর আর নরবলি কখন হইল না। শ্রীবিক্রমাদিত্য স্বস্থানে আইলেন। শ্রীভোজরাজ সপ্তবিংশতি পুত্তলিকার এই কথা শুনিয়া সেই দিবসও বিরত হইলেন॥

ইতি সপ্তবিংশতিতমী কথা॥

অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকার কথা।

অষ্টাবিংশতি পুত্তলিকা শ্রীভোজরাজকে সিংহাসনাধিরোহণ নিবারণার্থে শ্রীবিক্রমাদিত্যের গুণাখ্যান করিল হে ভোজরাজ শুন। এক দিবস সামুদ্রক-শাস্ত্র-তত্ত্ববেত্তা এক পণ্ডিত পথি শ্রান্ত হইয়া শ্রম নিবারণার্থ নগরপ্রান্তে বৃক্ষমূলে বসিয়াছেন ঐ পণ্ডিত সকল স্ত্রী-পুরুষের অঙ্গ-চিহ্ন দ্বারা সামুদ্রক শাস্ত্রের যথার্থ জ্ঞান-বলে যখন যে শুভাশুভ হইবে তাহা জানিতে পারেন। ঐ পণ্ডিত তথাতে ধূলির উপরে এক

পুরুষের পদ্মাকার চিহ্ন-বিশিষ্ট পাদচিহ্ন দেখিয়া মনোমধ্যে বিচার করিলেন, যে পুরুষের চরণ পদ্মাঙ্কিত হয় সে অবশ্য মহারাজ হয় অতএব এই পদচিহ্ন যে পুরুষের সে অবশ্য মহারাজ বটে কিন্তু যদি মহারাজ বটে তবে কেন পাদচারে নগরপ্রান্তে গমন করিবে। এই সন্দেহেতে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া বসিয়াছেন ইতি মধ্যে এক সুদরিদ্র মস্তকোপরি কাষ্ঠভার লইয়া ঐ পথে চলিয়া গেল, ঐ দরিদ্রের পদচিহ্ন আর পূর্ব্বদৃষ্ট পদচিহ্ন এই দুই পদচিহ্ন সমানাকার প্রকার দেখিয়া পণ্ডিত নিশ্চয় করিলেন এই পুরুষের এই দুই পদচিহ্ন ইহাতে কোনহ সন্দেহ নাহি কিন্তু এ কি আশ্চর্য্য যাহার পদেতে এ পদচিহ্ন সে এতাদৃশ দরিদ্র। এই ভাবনাতে বিষণ্ণবদন হইয়া পণ্ডিত বসিয়া আছেন ইতি মধ্যে শ্রীবিক্রমাদিত্য তথা উপস্থিত হইলেন পণ্ডিতকে বিষণ্ণবদন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন হে ব্রাহ্মণ তুমি কে এথা বা কেন বসিয়া আছ, বিষণ্ণবদন বা কেন। পণ্ডিত কহিলেন আমি সামুদ্রকশাস্ত্রব্যবসায়ী পণ্ডিত পথিশ্রান্ত হইয়া বসিয়াছি কিন্তু পদ্মাঙ্কিতদক্ষিণচরণ এক পুরুষকে অত্যন্ত দরিদ্র দেখিয়া শাস্ত্রার্থ-বিসম্বাদ প্রযুক্ত ভাবিত হইয়াছি। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া কিছু উত্তর না করিয়া স্ববাটীতে আসিয়া পণ্ডিতগণ লইয়া সভামধ্যে বসিয়া দূত দ্বারা ঐ পণ্ডিতকে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন হে পণ্ডিত পদ্মাঙ্কিত-চরণ যে পুরুষকে তুমি দরিদ্র দেখিয়াছ সে পুরুষ কোথা আছে। পণ্ডিত কহিলেন সে পুরুষ কাষ্ঠভার লইয়া এই নগরীর মধ্যে

প্রবিষ্ট হইয়াছে অতএব বুঝি এই নগরীর মধ্যে থাকিবে। রাজা কহিলেন তার কি নাম। পণ্ডিত কহিলেন তাহার নাম জানি না কিন্তু তাহার আকার প্রকার এইরূপ। রাজা পণ্ডিতের এ বাক্য শুনিয়া দূত দ্বারা অন্বেষণ করিয়া ঐ পুরুষকে স্বসাক্ষাৎ আনাইলে পণ্ডিত যেরূপ কহিয়াছিলেন সেইরূপ প্রত্যক্ষতো দেখিয়া রাজা পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত সামান্যবিশেষ ন্যায় ব্যতিরেকে শাস্ত্রার্থাবধারণ হইতে পারে না, অতএব তুমি বিলক্ষণরূপে শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া বুঝ এ পুরুষের কোনহ প্রবল কুলক্ষণ অবশ্য আছে যৎপ্রযুক্ত এ সুলক্ষণের ফল হইতে পারে নাহি। রাজার এই বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রার্থানুসন্ধান করিয়া কহিলেন হে মহারাজ পদ্মাদি লক্ষণ থাকিলে রাজা অবশ্য হয় এ সামান্য শাস্ত্র,তালুমূলাদিতে কাকপদচিহ্নাদি থাকিলে নানা প্রকার রাজলক্ষণকেও নিরর্থক করিয়া পুরুষকে দরিদ্র করে এই বিশেষ শাস্ত্র। রাজা পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া ঐ দরিদ্র পুরুষের তালুমূলেতে কোন উপায়ে কাকপদচিহ্ন প্রত্যক্ষতো দেখিয়া সেই পুরুষকে বিদায় করিয়া পণ্ডিতকে কহিলেন হে পণ্ডিত বুঝিলাম তুমি সামুদ্রকশাস্ত্রার্থতত্ত্ববেত্তা বট, কহ আমার শরীরে কোথা কি রাজলক্ষণ আছে। পণ্ডিত রাজার অঙ্গাবলোকন পুনঃপুনঃ করিয়া কহিলেন হে মহারাজ তোমার শরীরে কোনহ রাজচিহ্ন দেখিতে পাই না। রাজা কহিলেন হে পণ্ডিত শাস্ত্রার্থ বিবেচনা করিয়া বুঝহ ইহার কি বিশেষ আছে। পণ্ডিত কহিলেন

হে মহারাজ যদি কোন পুরুষের শরীরে ব্যক্ত সুলক্ষণ না থাকে কিম্বা ব্যক্ত কুলক্ষণ থাকে কিন্তু বামপার্শ্বে শরীরাভ্যন্তরে কর্ব্বূরমন্ত্রজাল নামে চিহ্ন থাকে তবে সে পুরুষের শাস্ত্রোক্ত কুলক্ষণ ও সুলক্ষণাভাবের ফল না হইয়া সকল সুলক্ষণের ফল হয় অতএব বুঝি আপনকার শরীরাভ্যন্তরে কর্ব্বুর-মন্ত্রজাল নামে চিহ্ন থাকিবে। রাজা এই কথা শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রার্থ প্রত্যক্ষ কারণ ক্ষুর হস্তে লইয়া বামপার্শ্ব বিদারণ করিতে উদ্যত হবামাত্রে পণ্ডিত রাজার কর ধরিয়া কহিলেন হে মহারাজ এতাদৃশ সাহস করা উপযুক্ত নয় অতীন্দ্রিয় যাব-দ্বস্তু কার্য্য দ্বারাই প্রত্যক্ষ হয় যেমত ঈশ্বর যে এক বস্তু আছেন তিনি কার প্রত্যক্ষ কিন্তু সংসাররূপ কার্য্য দ্বারা সকলেরি প্রত্যক্ষবৎ প্রমাণসিদ্ধ হইয়াছেন। তোমারও যাবৎ সুল-ক্ষণের ফল সকলেরি প্রত্যক্ষসিদ্ধ বটে অতএব আপনকার বামপার্শ্বে কর্ব্বুরমন্ত্রজাল নামে চিহ্ন অবশ্য আছে শরীর বিদা-রণ করিয়া তৎপ্রত্যক্ষে কি প্রয়োজন। পণ্ডিতের এই বাক্য শুনিয়া শাস্ত্রার্থ-সংশয় কর্ত্তব্য নয় ইহা বুঝিয়া কুক্ষি বিদারণ না করিয়া পণ্ডিতকে নানাবিধ পারিতোষিক দ্রব্য প্রদান করিয়া বিদায় করিলেন। অষ্টাবিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতাদৃশ সাহসশালী যে রাজা হয় সে এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। শ্রীভোজরাজ এই কথা শুনিয়া তদ্দিবস ক্ষান্ত হইলেন॥

ইত্যষ্টাবিংশতিতমী কথা॥

ঊনত্রিংশ পুত্তলিকার কথা।

অপর এক দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসননিকটোপস্থিত শ্রীভোজরাজকে দেখিয়া ঊনত্রিংশপুত্তলিকা কহিল হে ভোজ-রাজ এ সিংহাসনে শ্রীবিক্রমাদিত্য রাজা বসিতেন, তাঁহার কিঞ্চিৎ ইতিহাস কহি শুন। এক দিবস এক বৈতালিক রাজা বিক্রমাদিত্যের দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারিকে কহিলেন হে দ্বারি মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি শ্রবণ করিয়া অনেক দূর দেশ হইতে রাজসাক্ষাৎকার কারণ আসিয়াছি, রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন কর। দ্বারী বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজনিবেদকের সাক্ষাৎ নিবেদন করিল। রাজ-নিবেদক রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিয়া অনুমত্যনুসারে বৈতালিককে রাজসাক্ষাৎ আনিতে দ্বারপালকে আজ্ঞা দিলেন। বৈতালিক শত শত স্বর্ণযাষ্টিক কর্ত্তৃক সাবধানীকৃত হইয়া রাজসভা-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া রাজসভাবিন্যাসপরি-পাটীকৃত শোভাবলোকন করিতে লাগিলেন বিবেচনা-বিচক্ষণ শত শত ধীসচিব ও কর্ম্মসচিব নানাবিদ্যাবিখ্যাত কালিদাসাদি পণ্ডিতবর্গবেষ্টিত শ্বেতচামরবীজিত বিবিধরত্ন-খচিত স্বর্ণ-রাজ-দণ্ড শ্বেতছত্রোপসেবিত এতৎসিংহাসনোপরিস্থিত মহারাজাধি-রাজ শ্রীবিক্রমাদিত্যকে অবলোকন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বৈতালিক নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ আপনি যদি

মন্ত্রিপ্রভৃতিরদের সঙ্গে সাবধানপূর্ব্বক অবলোকন করেন তবে আমি অপূর্ব্ব এক কৌতুক দেখাই। বৈতালিকের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা তদ্বিষয়ে আজ্ঞা দিলেন। বৈতালিক রাজাজ্ঞা পাবামাত্রে এক হস্তে খড়্গ অপর হস্তে অপূর্ব্ব সুন্দরী এক যুবতী স্ত্রীর কর গ্রহণ করিয়া এক পুরুষ রাজার সাক্ষাৎ হঠাৎ উপস্থিত হইয়া কহিলেন হে মহারাজাধিরাজ এ সংসারের মধ্যে কেহো বলেন বিদ্যা সার বস্তু কিন্তু সে কথা আমার মনে লয় না আমার মনে এই লয় অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী স্ত্রী ও সম্পত্তিবাহুল্য এই দুই সার, অতএব হে মহারাজ এই দুই বস্তু পরহস্তগত কখন করিবে না কিন্তু অদ্য নভোমণ্ডলে দেবদানবের যুদ্ধ হইবে সে যুদ্ধে ইন্দ্রের সাহায্য কারণ আমাকে যাইতে হইবে ইনি আমার স্ত্রী প্রাণাধিক প্রেয়সী স্ত্রী সমভিব্যাহারে যুদ্ধস্থানে যাবা উপযুক্ত নয়, অন্যের নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া যাইতে বিশ্বাস হয় না অতএব মহারাজাধিরাজ পরম ধার্ম্মিক স্বজনের প্রায় পরজনরক্ষক জিতেন্দ্রিয় পরম সাত্ত্বিক জানিয়া আপনকার নিকটে এই স্ত্রীকে রাখিয়া আমি যুদ্ধস্থানে প্রস্থান করিব এই বাঞ্ছা করিয়াছি আপনি নানাপ্রকারে পরোপকার করিতেছেন আমার আগমন পর্য্যন্ত পরম যত্নে এই স্ত্রীকে সংরক্ষণ করিয়া আমার উপকার করুন। ঐ পুরুষের এই বাক্য রাজা স্বীকার করিলেন তদনন্তর রাজার নিকটে আপন স্ত্রীকে রাখিয়া রাজসাক্ষাৎ হইতে বিদায় হইয়া সকলের সাক্ষাৎকারে সভাস্থান

হইতে আকাশপথে গমন করিলেন ঐ পুরুষ অদৃষ্ট হবাপর্য্যন্ত মহারাজ ও সভাস্থ যাবল্লোক অত্যন্ত আশ্চর্য্য মানিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকিলেন। ঐ পুরুষ সকলের অদৃষ্ট হইলে পর কিঞ্চিৎ কালানন্তর যোদ্ধারদের সিংহনাদে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণপ্রায় হইল। ঐ শব্দ শুনিয়া রাজা ও সভাস্থ যাবল্লোক পুত্তলিকাপ্রায় বিস্ময়াপন্ন হইয়া আছেন ইতিমধ্যে ঐ পুরুষের ছিন্নহস্তদ্বয় রাজসভাগ্রে পড়িল অনন্তর ছিন্নচরণদ্বয় পড়িল। তদনন্তর কিঞ্চিদ্বিলম্বে ঐ পুরুষের মস্তক ছিন্ন হইয়া পড়িল ইহাতে ঐ পুরুষের স্ত্রী আত্মস্বামির ছিন্ন মস্তক দেখিয়া অনেক প্রকার বিলাপ করিয়া রাজাকে নিবেদন করিলেন হে মহারাজ যেমন চন্দ্রের চন্দ্রিকা চন্দ্রের সহিত লীনা হয় আর যেমন মেঘের তড়িৎ মেঘের সহিত লুপ্তা হয় তদ্বৎ স্বামির সহিত ভার্য্যার সহগমন করা পরম ধর্ম্ম অতএব আমি আপন স্বামির সহগামিনী হইব চিতাদি সংযোগ করিয়া দিতে আজ্ঞা হউক। এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত করুণার্দ্রিতচিত্ত হইয়া কহিলেন হে পতিব্রতা জীব-লোকের সম্বন্ধ জীবনাবধি যাবৎ তোমার স্বামী জীবনাবস্থাতে ছিলেন তাবৎ পর্য্যন্তই তোমার স্বামী এখন তাহার সহিত তোমার সম্বন্ধ বা কি নিঃসম্বন্ধ লোকের কারণ দেহত্যাগ করা কোন্ ধর্ম্ম অতএব সংপ্রতি তোমার এই কর্ত্তব্য যদি তোমার বিষয়বাসনা না থাকে তবে ব্রহ্মচর্য্য ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া ঈশ্বরের ভজন কর যদি ভোগাভিলাষ থাকে যে সৎপুরুষ তোমার মনে লয় তাহাকে স্বামিভাবে উপগতা

হইয়া পরমানন্দে সুখভোগ কর প্রচুর ধন আমি দিতেছি কোন প্রকারে কখন দুঃখ পাইবা না। রাজার এই বাক্য শুনিয়া ঐ পতিব্রতা কহিলেন হে মহারাজ আপনি সাক্ষাদ্ধর্ম্মাবতার অতএব আপনকার ধর্ম্মসংস্থাপনই কর্ত্তব্য স্বাভাবিক কামকার ত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাচরণ করিতে পারিলেও পতিব্রতাধর্ম্মরক্ষা হয় বটে কিন্তু এই মনুষ্যশরীরে কামাদি প্রবল শত্রু বিবেকাদি সদ্বিদ্যাভ্যাসাদি যত্নসাধ্য অস্থির অতএব শাস্ত্রসিদ্ধ বৈধব্যধর্ম্মরক্ষা অতিকৃচ্ছ্রসাধ্য। বৈধব্যধর্ম্মস্খলন সহজ এবং যেমন স্বাম্যুপার্জ্জিত ধনাদিতে ভার্য্যার স্বত্ব তদ্বৎ স্বামিমরণেতে ভার্য্যার মরণ এবং হে মহারাজ বিবাহকালে অগ্নিসাক্ষাৎকারে বেদমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক ভার্য্যার স্বামিশরীরাভেদ এই প্রতিজ্ঞা করণে বিবাহসিদ্ধি এবং পুরুষের শক্তিরূপা স্ত্রী পুরুষ শক্তি ব্যতিরেকেও থাকেন কিন্তু শক্তি পুরুষ ব্যতিরেকে কদাচ থাকেন না, ইহার দৃষ্টান্ত এই মণিমন্ত্র মহৌষধাদি সহকৃত বহ্নি স্বীয় দাহিকাশক্তি ব্যতিরেকে থাকেন কিন্তু দাহিকাশক্তি বহ্নি ব্যতিরেকে কখন থাকেন না এবং হে মহারাজ লোকেতেও প্রসিদ্ধ আছে, যে যদর্থ প্রাণ ত্যাগ করে তাহার সহিত তাহার প্রীতির আত্যন্তিকতা, অতএব মহারাজ লোকতঃ শাস্ত্রতো ন্যায়ত অবশ্য কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম তাহাতে মহারাজ বারণ করেন কি বিবেচনাতে, যাহার যে বিষয়ে মন একাগ্র হয় তাহাতে অন্যের বারণ বৃথা হয় যেমন নীচাভিমুখ প্রবল জলপ্রবাহ বারণার্থ ব্যাপার নিষ্ফল হয়।

মহারাজ এই বাক্যে ঐ স্ত্রীর সহমরণার্থে নিশ্চয় বুঝিয়া কহিলেন হে পতিব্রতা তুমি যে সকল বাক্য কহিলা এ সকল প্রমাণ বটে আমি যে অপ্রামাণিক বাক্য সকল কহিয়াছি সে কেবল তোমার দৃঢ়তা বুঝিবার কারণ। রাজা পতিব্রতাকে এই কথা কহিয়া চিতাদি করণার্থ আজ্ঞা দিলেন। সেই স্ত্রী নিদাঘকালে গ্রীষ্মোত্তপ্ত জন যেমন সুশীতল জলমধ্যে প্রবেশ করেন তদ্বৎ স্বামির উদ্দেশে দোধূয়মান চিতাগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সভাস্থ যাবল্লোক সহিত রাজা ঐ স্ত্রীর পাতিব্রত্যধর্ম্মনিষ্ঠার প্রশংসা করিতেছেন ইত্যবসরে ঐ স্ত্রীর স্বামী ঐ পুরুষ যুদ্ধেতে ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ রুধিরধারাপরিবৃতাঙ্গ হইয়া সভামধ্যে উপস্থিত হইলেন। রাজা ও সভ্য লোকেরা ঐ পুরুষকে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া পরস্পরাবলোকন করিতে লাগিলেন। ঐ পুরুষ রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ যদর্থে গিয়াছিলাম তাহাতে কৃতকার্য্য হইয়া এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া আইলাম, সম্প্রতি আমার ভার্য্যাকে দিতে আজ্ঞা হউক স্বদেশে গমন করি। রাজা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কি উত্তর করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না, স্থির করিতে না পারিয়া মন্ত্রিরদের মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। মন্ত্রিবর্গেরা রাজার অভিপ্রায় বুঝিয়া ঐ পুরুষকে কহিলেন হে বীরশ্রেষ্ঠ তোমার এ স্থান হইতে গমনের কিঞ্চিৎকালের পর তোমার মস্তকের ন্যায় এক মস্তক আমারদিগের সাক্ষাৎ এই স্থানে পড়িল, তোমার স্ত্রী সেই ছিন্নমস্তক দেখিয়া নানা প্রকার

বিলাপ করিয়া মহারাজের বারণ না শুনিয়া সহমরণ করিয়াছেন, চিতাভুমি প্রত্যক্ষ দেখ গিয়া। ঐ পুরুষ মন্ত্রিরদের এই বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ কালে মৌনাবলম্বন করিয়া দীর্ঘতর নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রাজাকে কহিলেন হে মহারাজ ত্রিভুবনের লোকেরা আপনকার পরমধার্ম্মিকতাদি গুণ প্রশংসা যত করে সে সকল কি আমার অদৃষ্টদোষে মিথ্যা হইল, তবে যদি মহারাজ আমার ভার্য্যা আমার অত্যন্ত প্রেয়সী ইহা জানিয়া কৌতুক করেন তবে সে কৌতুক কর্ত্তব্য নহে, আমি অনেকক্ষণ অবধি আপন প্রেয়সীকে না দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়াছি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন যে এ কৌতুক নয় প্রমাণ বটে। পুরুষ কহিলেন মহারাজ তোমার ধার্ম্মিকতা যে পর্য্যন্ত তাহা বুঝিলাম সম্প্রতি আমার স্ত্রীকে দিতে হয় দিউন নতুবা আপন স্ত্রীকে দিউন। রাজা এই বাক্য শুনিয়া ধার্ম্মিকতাব্যাঘাতভয়ে আপনি তৎক্ষণে অন্তঃপুরে গিয়া নিজ পট্টমহিষীর কর গ্রহণ করিয়া সভাস্থানে উপস্থিত হইয়া দেখেন সে পুরুষ নাই। ইত্যবসরে সেই বৈতালিক রাজসাক্ষাৎ আসিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া নিবেদন করিলেন হে মহারাজাধিরাজ আমি ইন্দ্রজালবিদ্যা প্রভাবে মায়া বিদ্যা প্রদর্শন করাইলাম, যত দেখিলেন সকলি মিথ্যা. মহারাজ উৎকণ্ঠা পরিত্যাগ করিয়া স্বস্থ হউন। রাজা বৈতালিকের এই বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া রাণীকে অন্তঃপুরে প্রেরণ করিয়া সভামধ্যে বসিয়াছেন ইতোমধ্যে পাণ্ড্যদেশরাজ-প্রেরিত নানা-

বিধ ধনসঞ্চয় শত শত হস্তি-ঘোটকাদি উপঢৌকন-সামগ্রী রাজার সাক্ষাৎ উপস্থিত হইল। শ্রীবিক্রমাদিত্য ঐ সকল সামগ্রী বৈতালিককে দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। ঊনত্রিংশ পুত্তলিকা কহিলেন হে ভোজরাজ যে রাজা এতাদৃশ ধর্ম্মভীরু সেই এই সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত। শ্রীভোজ-রাজ এই কথাতে তদ্দিবসে বিরত হইলেন॥

ইতি ঊনত্রিংশ কথা॥

ত্রিংশ পুত্তলিকার কথা॥

পুনর্ব্বার অন্য একদিবস শ্রীভোজরাজকে ত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতৎসিংহাসনোপবিষ্ট শ্রীবিক্রমাদিত্যের ঔদার্য্যোপাখ্যান শুন। অবন্তীপুরীতে শ্রীদত্ত নামে এক মহাজন ছিলেন তাহার এত ধন ছিল যে তিনি আপন ধনের পরিমাণ আপনি জানিতেন না। ঐ মহাজনের পুত্র সোমদত্ত নামে এক প্রাসাদ করিতে ইচ্ছা করিয়া পিতার নিকটে নিবেদন করিলেন। পিতার অনুমতি পাইয়া পুষ্যার্কযোগে প্রাসাদা-রম্ভ করিলেন। অনন্তর যে দিবস পুষ্যার্কযোগ হয় সেই দিবসেই ঐ প্রাসাদের নির্ম্মাণ করাণ অন্য দিবস প্রাসাদ গঠন-ব্যাপার নিবারিত থাকে, এইরূপে অনেককালে প্রাসাদ প্রস্তুত

হইল। তদনন্তর শুভক্ষণ করিয়া সাধুপুত্র সোমদত্ত প্রাসাদ-প্রবেশ করিলেন। রাত্রিযোগে ঐ প্রাসাদে পর্য্যঙ্কোপরি সাধুপুত্র শয়ন করিয়া আছেন এতন্মধ্যে ঐ প্রাসাদ হইতে অকস্মাৎ পড়ি পড়ি এই শব্দ উচ্চৈঃস্বরে হইল। সোমদত্ত ঐ শব্দ শুনিয়া ভয়বিস্ময়াপন্ন হইয়া কোনহরূপে তদ্রজনী-যাপন করিলেন পরদিবস সন্দিগ্ধ হইয়া শ্রীবিক্রমাদিত্যের সাক্ষাৎ আরম্ভাবধি তাবৎ প্রাসাদ-বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা সমস্ত বিবরণ শুনিয়া প্রাসাদ করণে যত ধন ব্যয় হইয়া-ছিল তাহার দ্বিগুণ ধন সোমদত্তকে দিয়া প্রাসাদ ক্রয় করিয়া রজনীযোগে প্রাসাদমধ্যে শয়ন করিয়াছেন ইতিমধ্যে প্রাসাদ হইতে পড়ি পড়ি শব্দ হইতে লাগিল। রাজা তচ্ছব্দ শ্রবণ করিয়া অতিশীঘ্র পড় এই বাক্য কহিলেন তদনন্তর ঐ প্রাসাদমধ্যে সমস্ত রাত্রি পর্য্যন্ত স্বর্ণবৃষ্টি হইল, রাজার শয়ন প্রদেশে পুষ্পবৃষ্টি হইল। প্রভাতে রাজা যত স্বর্ণবৃষ্টি হইয়াছিল সে স্বর্ণসকল প্রাসাদ সহিত সোমদত্তকে দিয়া আপন সভাস্থানে আইলেন। ত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ যদি তুমি এতাদৃশ সাহসৌদার্য্যশালী হও তবে এ সিংহাসনে বস, নতুবা বসিলে অমঙ্গল হইবে। এই বাক্যে তদ্দিবসে শ্রীভোজরাজ পরাবৃত্ত হইলেন॥

ইতি ত্রিংশ কথা॥

একত্রিংশ পুত্তলিকার কথা ॥

পুনরন্য দিবস অভিষেকার্থ সিংহাসননিকটস্থ শ্রীভোজরাজকে একত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ যে বিক্রমনৃপের এ সিংহাসন তাঁহার ঔদার্য্যের কথা কিঞ্চিৎ শ্রবণ কর। একদিবস প্রাণসত্ত্ব গ্রাম হইতে বাণিজ্য করিবার কারণ এক বণিক্‌পুত্র অবন্তীনগরে আসিয়া নগরস্থ লোকের এবং মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ব্যবহার দেখিয়া স্বগ্রামে আসিয়া আপন পিতাকে সমুদায় নিবেদন করিলেন হে পিতঃ অবন্তীনগরে এক আশ্চর্য্য দেখিলাম যাবদ্বিক্রেয় বস্তু পণ্যবীথিকাতে উপস্থিত হয় সে সকল গ্রাহকে ক্রয় করিয়া লয় অবশিষ্ট যাবদ্দ্রব্য বিক্রীত না হয় নগরের দুর্নামভয়ে সে দ্রব্য উপযুক্ত মূল্য দিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্য আপনি লন। পুত্রের মুখ হইতে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ঐ ধূর্ত্ত বণিক্ দারিদ্র্য নামে এক লৌহময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া বিক্রয় কারণ অবন্তী নগরের হট্টে উপস্থিত হইলেন। গ্রাহকেরা ঐ ধূর্ত্ত বণিকের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসিল এ কি দ্রব্য ইহার মূল্য বা কি। গ্রাহকেরদের এই বাক্য শুনিয়া বণিক্ কহিলেন এ পুত্তলিকার নাম দারিদ্র্য দশসহস্র মুদ্রা ইহার মূল্য এ পুত্তলিকাকে যে ক্ষণে যে ব্যক্তি গ্রহণ করে তৎক্ষণে সে ব্যক্তিকে লক্ষ্মী ত্যাগ করেন। এই বাক্য শুনিয়া ক্রেতারা আমারদের শত্রুকে ইনি উপগত হউন

এই বাক্য কহিয়া সকলে পরাঙ্মুখ হইলেন। এইরূপে সমস্ত দিবস গিয়া সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইল রাজকীয় দূতেরা রাজ-সাক্ষাৎকারে এই সকল বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাজা স্ববাক্য প্রতিপালন কারণ দশসহস্র মুদ্রা মূল্য দিয়া ঐ লৌহময়ী দারিদ্র্য প্রতিমা লইয়া স্বকীয় কোষাগারে রাখিলেন। অনন্তর ঐ দিবস নিশাভাগে রাজলক্ষ্মী মূর্ত্তিমতী হইয়া রাজাকে বিদায় মাগিলেন। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বিবিধ-প্রকার স্তব করিয়া লক্ষ্মীকে নিবেদন করিলেন হে মাতঃ রাজলক্ষ্মি আমার অপরাধ কি নিরপরাধে কেন আমাকে ত্যাগ করেন। লক্ষ্মী কহিলেন তোমার কিছু অপরাধ নাহি কিন্তু দারিদ্র্য যে স্থানে থাকেন সে স্থানে আমার বসতি হয় না এই প্রযুক্ত আমি যাইতেছি। রাজা এই বাক্য শুনিয়া কহিলেন যদি আপনি এই প্রযুক্ত যাইতেছেন তবে যাউন আমি আপন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে কদাচ পারিব না। এই বাক্য শুনিয়া রাজলক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন। তদন্তর বিবেক শান্তি ক্ষান্তি দয়া মেধাদি সাত্ত্বিক গুণসকল এইরূপে রাজাকে পরিত্যাগ করিলেন তথাপি রাজা স্ববাক্য হইতে চলিত হইলেন না। তৎপর সাক্ষাৎ সত্যগুণ মূর্ত্তিমান্ হইয়া রাজাকে বিদায় মাগিলেন রাজা তাহাকে বিদায় না করিয়া বিবিধপ্রকার বিনয়োক্তিতে অপরিত্যাগ প্রার্থনা করিলেন ও কহিলেন আমি তোমার নিমিত্ত রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল ত্যাগ করিলাম তুমি কি বিবেচনাতে আমাকে পরিত্যাগ কর। সত্যগুণ

কহিলেন আমি বিবেকাদির অনুগত বিবেকাদি ব্যতিরেকে থাকিতে পারি না, অতএব হে মহারাজ তুমি যদি নিতান্ত আমাকে পরিত্যাগ না কর তবে যে প্রতিজ্ঞাতে দারিদ্র্য পুরুষ গ্রহণ করিয়াছ সে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর কিম্বা নিজ হস্তে স্বশিরচ্ছেদন করিয়া এতচ্ছরীর পরিত্যাগ কর দেহান্তরে আমি তোমাতে থাকিব। রাজা এই বাক্য শুনিয়া সত্য-প্রতিজ্ঞা-ব্রত-ভঙ্গভয়ে তৎপ্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া খড়্গাহস্ত হইয়া মস্তক ছেদন করিতে উদ্যত হবামাত্রে সত্যগুণ রাজার কর ধারণ করিয়া কহিলেন হে মহারাজ তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠতা কি পর্য্যন্ত এই জানিবার কারণ আমি এই বাক্য কহিয়াছি বুঝিলাম তুমি পরম ধার্ম্মিক বট ধার্ম্মিকপুরুষান্তঃকরণ আমার নিবাসের স্থান অতএব তোমাকে কখন পরিত্যাগ করিব না তোমাতে থাকিলাম। তদনন্তর কিয়দ্দিবসের পর ঐ সত্যগুণে বদ্ধ হইয়া রাজলক্ষ্মী বিবেকাদি সকল আইলেন। একত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতাদৃশ সত্যসন্ধ পুরুষ এ সিংহাসনে বসিবার পাত্র। শ্রীভোজরাজ এই বাক্যে তদ্দিবসে পরাঙ্মুখ হইলেন॥

ইত্যেকত্রিংশ কথা॥

দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকার কথা ॥

অন্য এক দিবস সিংহাসনারোহণোদ্যত শ্রীভোজরাজকে নিবারণ করিয়া দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকা কহিল হে ভোজরাজ এতন্তদ্রাসনে উপবেশন-শীল শ্রীবিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিৎ গুণোপাখ্যান শ্রবণ কর। এক সময়ে অবগ্রহপ্রযুক্ত প্রায় যাবদ্দেশে কোন শস্য না জন্মিবাতে সকল দেশের প্রজালোকেরা শস্য মহার্ঘ-প্রযুক্ত দুর্ভিক্ষ-ব্যাকুল হইয়া বিচার করিলেন মহারাজাধিরাজ শ্রীবিক্রমাদিত্য পরম ধার্ম্মিক তাহার দেশে দুর্ভিক্ষ হয় নাহি অতএব সে দেশে গিয়া সকলে প্রাণ রক্ষা করি। এইরূপ পরামর্শ করিয়া অন্য অন্য রাজদেশ হইতে শ্রীবিক্রমাদিত্যের দেশে আইলেন। এই সম্বাদ শ্রীবিক্রমাদিত্য দূতপ্রমুখাৎ শুনিয়া স্বদেশে সর্ব্বত্র আজ্ঞা দিলেন বিদেশাগত অন্নার্থিরা যে স্থানে যে ভক্ষ্য দ্রব্য পাইবেন তাহা স্বচ্ছন্দে ভক্ষণ করিবেন ইহাতে কেহ প্রতিবন্ধকতাচরণ না করিবে, যাহার যত টাকার দ্রব্য এতদর্থে ব্যয় হইবে সে তত টাকা আমার ভাণ্ডার হইতে পাইবে। এইরূপ ঘোষণাতে সকলে রাজাজ্ঞানুসারে সেই ব্যবহার করিলেন। ইহাতে নগরস্থ ভদ্রলোকেরা আহারোপযুক্ত দ্রব্য ক্রয় করিতে না পাইয়া রাজার সাক্ষাৎ নিবেদন করিলেন হে মহারাজ আমরা নগরস্থ বিশিষ্ট লোক কৃষিকর্ম্ম কখন করি নাহি ক্রীত শস্য

মাত্রোপজীবী সম্প্রতি একমুদ্রালভ্য শস্য শতমুদ্রাতেও পাই না এতন্নিমিত্ত সপরিবারে আমারদের প্রাণ রক্ষা হয় না। শ্রীবিক্রমাদিত্য বিশিষ্ট লোকেরদের এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইলেন ও মনোমধ্যে বিচার করিলেন যদ্যপি বিদেশাগত বুভুক্ষিতেরদিগকে বারণ করি তবে বাক্য মিথ্যা হয় যদি গ্রাহকেরদিগকে ক্রয়ার্থ নিবারণ করি তবে সর্ব্বোপকারিতা ব্রত ভঙ্গ হয়। এইরূপ চিন্তান্বিত হইয়া পরমেশ্বরীর আরাধনা করিলেন। পরমেশ্বরী সাক্ষাৎ হইয়া আজ্ঞা করিলেন হে মহারাজ বর প্রার্থনা কর। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া গদ্য পদ্য বিবিধ বাক্যপ্রবন্ধে দেবীর স্তব করিয়া বর প্রার্থনা করিলেন হে দেবি যদ্যপি আমারি প্রতি সন্তুষ্টা হইয়াছ তবে এই বর দেও আমার দেশের সকলের গৃহে অক্ষয় ভক্ষণীয় দ্রব্য হউক। দেবী তথাস্তু বলিয়া রাজার পরোপকারিতাধর্ম্মে অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়া রাজাকে চিন্তামণি নামে এক রত্ন দিয়া অন্তর্হিতা হইলেন। রাজা প্রজাবর্গেরদের স্বাস্থ্যে সুস্বান্তঃকরণ হইয়া সভামধ্যে সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রী সামন্ত মহামাত্র প্রভৃতির সহিত বিচার করিয়া তীর্থযাত্রার কর্ত্তব্যতা নিশ্চিত করিয়া সামগ্রী সমবধানার্থ আজ্ঞা দিয়া বসিয়াছেন ইতোমধ্যে এক ধূর্ত্ত কপটসন্ন্যাসী দেহাত্মবাদী প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণবাদী রাজসভাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণাজিনোপবিষ্ট হইয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল হে মহারাজ এ সকল সামগ্রী সমবধান কি নিমিত্তে হইয়াছে। রাজা

কহিলেন আমি তীর্থযাত্রা করিব তদর্থে এ সকল সামগ্রীর আয়োজন হইয়াছে। চার্ব্বাক কহিল তীর্থ বা কি তীর্থযাত্রা করিলে বা কি হয়। রাজা কহিলেন গঙ্গাদি তীর্থ তৎস্নানাদিতে পুণ্যোৎপাদন হয় তৎপুণ্যফলাকাঙ্ক্ষির স্বর্গ হয় ফলাভিসন্ধিরহিতের চিত্তশুদ্ধ্যাদি প্রণালীক্রমে তত্ত্বজ্ঞান হইয়া মুক্তি হয়। চার্ব্বাক এই বাক্য শুনিয়া অত্যন্ত উপহাস করিয়া কহিলেন প্রতারককল্পিত মিথ্যা প্রমাণেতে অজ্ঞানিরা নষ্ট হউক কিন্তু মহারাজ তুমি জ্ঞানবান্ সারগ্রাহী তোমার উপযুক্ত এ বাক্য নহে। পারমার্থিক জ্ঞানিরদের যে কথা তাহা শুন, যে অজ্ঞানিপুরুষেরা স্বর্গার্থে কর্ম্ম করে তাহারদের এ বড় বুদ্ধিভ্রম,যে কর্ম্মের বিনাশ প্রত্যক্ষতো দেখে সেই বিনষ্ট কর্ম্মকে দেহান্তরে স্বর্গাদি ফলের জনক করিয়া বলে, বিনষ্ট-কারণ কখন কার্য্যের জনক হয় না যেমন দগ্ধসূত্র পটের জনক নহেন, অতএব স্বর্গ মিথ্যা এবং এই যুক্তিতে নরকও মিথ্যা আর বর্ত্তমান দেহপাতোত্তর ভাবিদেহান্তরসম্বন্ধ আত্মার হয় এ কথা নিতান্ত অন্ধপরম্পরাসিদ্ধ কথার ন্যায়, অতএব আত্মার শরীরান্তরপ্রাপ্তি মিথ্যা, এ প্রযুক্ত স্বর্গ ও নরক মিথ্যা এবং অপ্রত্যক্ষ যে ধর্ম্মাধর্ম্ম সেও মিথ্যা, দেহাতিরিক্ত আত্মা আছেন এ যে কথা গগনকুসুমপ্রায়, মহারণ্যস্থ বৃক্ষাদির ন্যায় স্বতঃ স্থিত্যুৎপত্তিপ্রলয়শালী সংসারের কর্ত্তা পাতা হর্ত্তা ঈশ্বর এই যে কল্পনা সে কল্পনা মাত্র, অতএব প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণে যে প্রামাণ্যবুদ্ধি সে অপ্রামাণিক কিন্তু অন্ধ-

গোলাঙ্গুলের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ লোকের ব্যামোহ কারণ অসদুপদেশ মাত্র। শ্রীবিক্রমাদিত্য চার্ব্বাকের এইরূপ নানা প্রকার বেদবিরুদ্ধ বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ কোপাবিষ্ট হইয়া কহিলেন অরে নাস্তিক তুমি যে এ সকল বাক্য কহ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত প্রমাণ নাহি এই স্থূল মতাবলম্বনে অনুমানাদি প্রমাণ যদ্যপি না মান প্রত্যক্ষ মাত্র প্রমাণ মান তবে মহা-মহোপাধ্যায় পণ্ডিত যদি দৈবাৎ অত্যন্ত বধির হন তবে তাহার নিজ বাক্যের প্রামাণ্যগ্রহ কিরূপে হয়, যদি নাহি হয় তবে তাঁহার কোন ব্যবহার সিদ্ধ হইতে পারে না কিন্তু লোকে দেখিতেছে এতাদৃশ পণ্ডিত পরোপদেশও করিতেছে এবং আত্মব্যবহার নির্ব্বাহ করিতেছে, আর যদি কখন তুমি স্বশির-চ্ছেদন স্বপ্নে প্রত্যক্ষ দেখ তবে তুমি নিদ্রাভঙ্গোত্তর আপনাতে কি মৃতব্যবহার কর কিম্বা জীবদ্ব্যবহার কর, যদি মৃতব্যবহার কর তবে তুমি বিলক্ষণ বিচক্ষণ বট যদি জীবদ্ব্যবহার কর তবে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বাধ হইল অতএব তোমাকে প্রত্যক্ষাতিরিক্ত সর্ব্বশাস্ত্রসিদ্ধ অনুমান প্রমাণ অবশ্য মানিতে হইবে। আর সম্প্রতি তোমাকে এক কথা জিজ্ঞাসা করি তুমি কি আকাশ-পতিতাগত কিম্বা যৎকিঞ্চিৎ বংশজাত, যদি বল আকাশপতিত তবে তুমি উন্মত্ত যদি বল যৎকিঞ্চিৎ বংশজাত তবে তোমার তদ্বংশজাতত্বে প্রমাণ কি, ইহাতে বলিবা আমার পূর্ব্বপুরুষেরা অমুক বংশজাত ইহা আমি প্রামাণিক লোকেরদের স্থানে শুনিয়াছি, অতএব অনিচ্ছাতেও তোমাকে প্রামাণিক বাক্যরূপ

শব্দ প্রমাণ মানিতে হইল। এইরূপ যদি অনুমান শব্দ প্রমাণ মানিলে তবে যাবৎ অনুমানসিদ্ধ এবং শব্দ প্রমাণ-সিদ্ধ যাবদ্বস্তু অবশ্য মানিবা কিন্তু অর্দ্ধজরতীয় ন্যায়বৎ বাক্য উপযুক্ত নয় সে সকল কথা যা হউক প্রতিনিয়ত দেশকালকারণজাত শুভাশুভকর্ম্মফল সুখদুঃখাত্মক শিল্পবর স্বপ্নাচিন্ত্য রচনাত্মক যে সংসার ইহার কারণ পরমেশ্বরকে অবশ্য মানিতে হইবে আত্মচিত্তে বিবেচনা করিয়া বুঝ ন্যূনাধিক্য ভাবে বর্ত্তমান যে যে বস্তু সে সকল বস্তুর সীমাস্থানে অবশ্য কেহ আছে, যেমন্ সরোবর হ্রদ নদ নদাদিতে ন্যূনাধিক্য ভাবেতে স্থিত হইয়াছেন যে জল তাহার সীমাস্থান সমুদ্র তদ্বৎ ঐশ্বর্য্য বীর্য্য যশঃ শোভা জ্ঞান বৈরাগ্যাদি ন্যূনাতিরেকভাবে প্রাণিবর্গে আছেন অতএব ঐশ্বর্য্যাদি যাবদুত্তম গুণের সীমাস্থান কাহাকেও বলিতে হইবে ইহাতে যাহাকে বলিবে অবশ্য তিনি এক পরমেশ্বর, তাহার স্বরূপ এই সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ত কার্য্যরূপে এবং কারণরূপে অভিব্যক্ত সকলের অন্তঃকরণব্যাপারসাক্ষী পাদহীন অথচ সর্ব্বত্রগ এবং পাণিহীন সর্ব্বগ্রাহী নেত্রহীন সর্ব্বদর্শী শ্রোত্রহীন সর্ব্বশ্রোতা তিনি সকলকে জানেন তাহাকে কেহ জানে না তিনি সর্ব্বত্র স্থিত কিন্তু সকলের দুর্লভ তাহার কেহ আধার নয় তিনি সকলের আধার সচ্চিদানন্দ মাত্র স্বরূপ তাহার শক্তি দুর্ঘটঘটনাপটুতরা অতএব তাঁহাকেই মহামায়া করিয়া শাস্ত্রে বলেন তিনি সকল জগতের মূল কারণ স্বরূপা অতএব তাহাকে মূল প্রকৃতিও বলেন, ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞেরা ঈশ্বর-

শক্তিকার্য্য জগৎকে স্বপ্নের ন্যায় জানেন অতএব ঈশ্বর-শক্তিকে মহানিদ্রা করিয়া বলেন এতাদৃশ শক্তি সহকারে নিষ্কর্ম্ম নির্গুণ সচ্চিদানন্দমাত্র স্বরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণক হন এবম্বিধ পরমেশ্বর বিষয়ক আদরনৈরন্তর্য্য দীর্ঘকাল সেবিত জ্ঞান মোক্ষের কারণ হন॥

শ্রীবিক্রমাদিত্য এইরূপে চার্ব্বাককে কহিয়া কহিলেন হে চার্ব্বাক সকল শাস্ত্রের হৃদয়ার্থ তেমোকে বলি শুন। যেমন মাতা সন্তানের রোগনিবৃত্তি নিমিত্ত কটু তিক্ত কষায়ৌষধি পান করাইবার সময়ে সান্ত্বনা নিমিত্ত কহেন হে পুত্র ঔষধি পান করিলে তোমাকে মিষ্ট মোদকাদি দিব এইরূপ ফল দর্শাইয়া ঔষধি পান করান তদ্বৎ মাতৃরূপা শ্রুতি কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যরূপ রোগ নিবৃত্তি কারণ স্বর্গাদিরূপ ফল দর্শাইয়া ব্যয়ায়াসসাধ্য কর্ম্ম-কাণ্ডে প্রবর্ত্তমান। যেমন রোগ নিবৃত্তির ফল স্বস্থতা তেমন কামাদি নিবৃত্তির ফল ঈশ্বরনিষ্ঠা। অতএব সকল কর্ম্মকাণ্ডের পরম ফল ঈশ্বর-নিষ্ঠা যাহার ঈশ্বরনিষ্ঠা হইল তাহার কর্ম্মাদির অপেক্ষা নাহি যাহার ঈশ্বরনিষ্ঠা নাহি তাহার কর্ম্ম মিথ্যা-ফলক। অতএব তুমি ঈশ্বরনিষ্ঠা না করিয়া পল্লবগ্রাহি পাণ্ডিত্যে বৃথা কালক্ষেপণ কেন কর। রাজার এই সকল বাক্যশ্রবণ-মহৌষধিপানে চার্ব্বাকের চিত্তস্থ নাস্তিকতা-পিশাচী পলা-য়ন করিলেন। চার্ব্বাক শ্রীবিক্রমাদিত্যকে গুরুর ন্যায় মানিয়া তাহার সকল বাক্য মানিলেন। ইহাতে রাজা

সন্তুষ্ট হইয়া চার্ব্বাককে নানা প্রকার ধন দিয়া পরিতুষ্ট করিলেন ॥

দ্বাত্রিংশ পুত্তলিকার এই কথা সমাপ্তি হবামাত্রে সকল পুত্তলিকারা একত্র হইয়া কহিলেন হে ভোজরাজ শ্রীমহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের গুণোপাখ্যানোপলক্ষে রাজারদের যে সকল উত্তম গুণ তাহা বিস্তার করিয়া কহিলাম এ সকল গুণ যাহাতে থাকে সেই উত্তম রাজা এ সিংহাসনে বসিবার উপযুক্ত, অন্য রাজা বসিলে তাহার সমূহ অমঙ্গল হয় অতএব আমরা তোমার হিতকাম্যাতে তোমাকে এ সিংহাসনে বসিতে বারণ করিলাম ইহাতে আপনি অসন্তুষ্ট হইবেন না। তুমি আমারদের মহোপকারী তোমার প্রসাদে আমরা মুনিশাপপ্রাপ্ত স্থাবর ভাব হইতে মুক্ত হইয়া জঙ্গম ভাব প্রাপ্ত হইলাম তোমার মঙ্গল হউক পরম সুখে রাজ্য কর। আমরা সিংহাসন লইয়া স্বস্থানে গমন করি। পুত্তলিকারা শ্রীভোজরাজকে এই কথা কহিয়া সিংহাসন লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শ্রীভোজরাজ আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন ॥

ইতি শ্রীবিক্রমচরিতে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকোপাখ্যান সমাপ্ত হইল।

IMPERIAL